বেদান্ত-দর্শনম্।

(উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রম্)

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বেদান্ত-দর্শনম্

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীতম্

(উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রম্)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নেনানুবাদিতম্

বীডনষ্ট্রীটস্থ ৯৬ সংখ্যক-ভবনাৎ
বসুমতীকার্য্যালয়তঃ প্রকাশিতম্

কলিকাতা-রাজধান্যাং—বীডনষ্ট্রীটস্থ ৯৬ সংখ্যকভবনে
নূতনকলিকাতাখ্যযন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্।

সংবৎ ১৯৫৫।

বেদান্ত-দর্শনম্।

প্রথমমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

ধর্ম্মদ্বারাই অমরত্ব ও অক্ষয় সুখলাভ হয়, ইহা যখন শাস্ত্রের উক্তি, তখন অধীতবেদ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ ভগবান্ বেদব্যাস এই শাস্ত্রে প্রথমসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।—অনন্তর (অথ) * এই জন্যই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উচিত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারাই তাদৃশ জ্ঞান ও তাদৃশী প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে সত্য, কিন্তু তথাপি সামান্যতঃ বেদাধ্যয়নজনিত জ্ঞানের দার্ঢ্যবিষয়ের অসম্ভাবনা নিবন্ধন পরমার্থরূপ পদার্থে জ্ঞানের স্থৈর্য্যবিধানার্থ যুক্তিমীমাংসাদি-সম্বলিত চতুর্লক্ষণী ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োজন; সুতরাং অধীতবেদ ব্যক্তিরই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

শ্রুতি আছে যে, শরীরে বিদ্যমান বিজ্ঞানকে (জীবরূপ ব্রহ্মকে) বিদিত হইলে নিষ্পাপ হইয়া সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং প্রশ্ন এই যে, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম জীব কিম্বা সর্ব্বেশ্বর? এই সন্দেহবিদূরণার্থ জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে।—যাঁহা হইতে জন্মাদি হয় অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশভুবনাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, সেই ব্রহ্মরূপ পদার্থই জিজ্ঞাস্য। ত্রিতাপতাপিত জীব মুক্তিলাভার্থ সেই আশ্রিতবৎসল দয়াসাগর ব্রহ্মবস্তুবিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২ ॥

---

* বেদব্যাস যদিও স্বতই বিঘ্নহীন, তথাপি তৎকর্ত্তৃক বিঘ্নবিনাশাশঙ্কায় ব্রহ্মকণ্ঠবিনির্গত "অথ" শব্দ মাঙ্গলিকরূপে ব্যবহৃত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

জগতের জন্মাদিকারণ পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে তর্ক দ্বারা জানিতে পারা যায় না, বেদান্তশাস্ত্র দ্বারাই তিনি বোধ্য, অতঃপর এই বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—সেই ভগবান্ পরমপুরুষ শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ কেবলমাত্র শাস্ত্র দ্বারাই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়; মুমুক্ষুগণ অনুমানবলে তাঁহাকে বোধগম্য করিতে কদাচ সমর্থ নহেন ॥ ৩ ॥

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

সংশয় হইতে পারে যে, বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব যুক্ত কি অযুক্ত? বেদে প্রায়ই কর্ম্মের বিধি দৃষ্ট হয়, সুতরাং আপাততঃ বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব যুক্ত বলিতে পারা যায় না। বেদে যজ্ঞাদি কর্ম্মেরই কর্ত্তব্যতা বর্ণিত আছে, বিষ্ণুর প্রাধান্য ব্যক্ত নাই। যদি বল যে, তবে বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ দৃষ্ট হয় কেন? উহা কেবলমাত্র যজ্ঞাঙ্গীভূত দেবতারূপেই বুঝিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার মীমাংসার্থ চতুর্থসূত্রের অবতারণা হইতেছে।—বিষ্ণুর সর্ব্ববেদ-বেদ্যত্ব কদাচ অযুক্ত হইতে পারে না; উহা যুক্ত। কেন না, সুবিচারিত তাৎ-পর্য্যলিঙ্গ দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন হয় অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য বিচার করিলে উহা ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাশাস্ত্রাদিতেও এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদে যে কর্ম্মের কথা আছে, উহা কেবল জীবের রুচি উৎপাদনার্থ ॥ ৪ ॥

ঈক্ষতের্নাশব্দং ॥ ৫ ॥

অধুনা বক্ষ্যমাণ সমন্বয়ের জন্য ব্রহ্মের অবাচ্যত্বের নিরাস হইতেছে। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে লিখিত আছে, "ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর।" সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্ম শব্দবাচ্য কি না? শ্রুতি ও স্মৃতিতে ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্য নহেন; কেন না, তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতার হানি হয়। এই সন্দেহদূরীকরণার্থ পঞ্চমসূত্রের অবতারণা।—ব্রহ্ম শব্দবাচ্য; কেন না, বেদ-সমূহ যখন তাঁহাকেই ব্যক্ত করে, তখন ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য কিরূপে হইবেন? "দেবদত্ত কাশীধাম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন" এই কথা বলিলে যেরূপ দেবদত্তের কাশীগমন পূর্ব্বক নিবৃত্তি বোধ হয়, সেইরূপ বাক্যসমূহ না পাইয়া যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এ কথা কহিলেও অদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। সুতরাং বেদ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব মীমাংসা হইল যে, ব্রহ্ম শব্দবাচ্য ॥ ৫ ॥

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥

অধুনা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বেদবাচ্য পুরুষ সগুণ; গৃহীতশক্তি বেদসমূহ সেই শুদ্ধ পূর্ণব্রহ্মে বাচ্যলক্ষণাশক্তি দ্বারা পর্য্যবসিত হউক্। ষষ্ঠ সূত্রে ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—বেদবাচ্য হইলেও ব্রহ্মকে সগুণ বলা যাইতে পারে না; কেন না, "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মা ছিলেন" ইত্যাদি আত্মশব্দ দ্বারা বেদ তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছেন। ভাগবত-স্মৃত্যাদিতেও শুদ্ধ পূর্ণব্রহ্মেরই বাচ্যত্ব স্বীকৃত হইতেছে। শব্দ দ্বারা কদাচ অবাচ্য বস্তু ব্যক্ত হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম যদি সগুণ হইতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠের মোক্ষোপদেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে প্রপঞ্চাতীত পরব্রহ্মে ভক্তিনিষ্ঠ জীবের বিমুক্তিকথন আছে, সুতরাং ব্রহ্মের সগুণত্ব নিরস্ত হইতেছে। যদি ব্রহ্মের গৌণত্ব থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্মভক্তের মোক্ষোপদেশ অসম্ভব হইত ॥ ৭ ॥

হেয়ত্ত্ববচনাচ্চ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম ব্যতীত সংসারী জীবগণেরই হেয়তা কথিত হইয়া থাকে। বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্ম সগুণ হইলে ব্রহ্মাসধনোপদেশক বেদান্তবাক্যাবলী স্ত্রী-পুরুষাদিবৎ ব্রহ্মের হেয়তা প্রতিপাদন করিতেন; কিন্তু বেদবাক্যে তাহা কথিত হয় নাই। মুমুক্ষুরা জীবেরই হেয়তা বর্ণন করিয়াছেন; তাঁহারা গুণহানির জন্য ব্রহ্মকে আরাধ্য বলেন নাই। ব্রহ্মবিষয়ক ভিন্ন অন্যান্য বাক্য পরিত্যজ্য, এইরূপ উপদেশই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সৃষ্টিকর্তৃত্ব শুদ্ধব্রহ্মনিষ্ঠ। মুমুক্ষুধ্যেয়ত্বকে শুদ্ধব্রহ্মের সত্যত্বাদিবৎ বুঝিতে হইবে। নির্গুণ ব্রহ্মই বেদবাচ্য, ইহা সপ্রমাণ হইল ॥ ৮ ॥

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

আপনাতেই পূর্ণব্রহ্ম অবস্থিতি করিতেছেন। বাজসনেয়কে লিখিত আছে যে, পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রকাশিত হন, এই মূলরূপ ব্রহ্মই পরিপূর্ণ। পূর্ণব্রহ্ম সগুণ হইলে আপনাতে তাঁহার লয় কথিত হইত না। পূর্ণ মূলবস্তু হইতে পূর্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা রাস ও মহিষীবিবাহাদি ব্যাপারেও উক্ত আছে। স্মৃতিতেও হরির পূর্ণত্ব কথিত আছে ॥ ৯ ॥

গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

সগুণ-নিগুর্ণভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ; তন্মধ্যে সগুণব্রহ্ম বিশ্বের কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্ত্বোপাধি ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং নিগুর্ণব্রহ্ম পূর্ণ, জ্ঞানস্বরূপ, সত্তাস্বরূপ ও বিশুদ্ধ। বেদের শক্তি সগুণব্রহ্মে এবং বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নিগুর্ণব্রহ্মে, এই প্রকার মতের নিরাসার্থ এক্ষণে দশম সূত্রের অবতারণা হইতেছে।—ব্রহ্ম একরূপ, ইহা বেদমাত্রেই প্রতিপন্ন আছে, সগুণ-নিগুর্ণভেদ কল্পনামাত্র। বেদমাত্রেই লিখিত আছে যে, পরমাত্মা পূর্ণ, বিশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও বিজ্ঞানঘন। পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা স্বর্গাপবর্গলাভ হয়, অখিলবন্ধনও ছিন্ন হইয়া যায়। গীতাতেও পরমাত্মার সর্ব্বশক্তিমত্তাদি বর্ণিত আছে ॥ ১০ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

এক্ষণে নিগুর্ণব্রহ্মের বাচ্যত্ব কথিত হইতেছে। কাঠকাদি শ্রুতিতে লিখিত আছে, ব্রহ্মের মৎস্যাদি রূপভেদ নাই। তিনি জীবমাত্রেরই হৃদয়ে গূঢ়ভাবে বিরাজিত। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলস্থান ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী। তিনি পরমদয়ালু, সকলকেই আশ্রয়দান করেন। তিনি কর্ম্মানুসারে জীবগণকে ফলদান করিয়া থাকেন। জীবগণ যে সকল কর্ম্ম করে, সমস্তই তিনি জানিতে পারেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন চিৎ-স্বরূপ। তিনি শুদ্ধ, নির্গুণ ও মায়াগুণরহিত। আমরা সংসারে যে সমস্ত জ্ঞান-লাভ করি, তিনিই তাহার বিধাতা।

অবাচ্য বস্তু শ্রুতির বিষয় হইবে, ইহা অসম্ভব; সুতরাং শ্রুতিতে যখন ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, তখন তিনি বাচ্য। লক্ষণাশক্তি দ্বারা নিগুর্ণব্রহ্মের জ্ঞান হয়, প্রবৃত্তি-নিমিত্তাভাব বশতঃ অভিধাশক্তি দ্বারা হয় না, অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সর্ব্বশব্দের অবাচ্য বস্তুতে লক্ষণাশক্তির গমন অসম্ভব। ফল কথা, যাবৎ নিগুর্ণশব্দের গূঢ়তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাবৎকালই সগুণ-নিগুর্ণবিরোধ বিদ্যমান থাকে। নিগুর্ণাদি শব্দসমূহ নিগুর্ণত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারাই বাক্যপ্রবৃত্তির নিমিত্তভূত হইয়া থাকে। সুতরাং নির্গুণ শব্দ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্ম প্রাকৃত-গুণবর্জ্জিত এবং স্বরূপানুবন্ধি-অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন। স্মৃতিতেও এইরূপ ভাবের উক্তি আছে। সুতরাং স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, পূর্ণ বিশুদ্ধ হরিই বেদবাচ্য।

এই যে একাদশটী সূত্র কথিত হইল, ইহা পাঠ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় ॥ ১১ ॥

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

অধুনা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ আনন্দময় পুরুষ জীব কিম্বা পরব্রহ্ম? যখন "এই আত্মা শারীর" এই প্রকার দেহসম্বন্ধপ্রতীতি হয়, তখন আনন্দময় পুরুষই জীব, এ কথা বলিতে দোষ কি? এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া দ্বাদশ সূত্র দ্বারা তাহারই মীমাংসা করিতেছেন।—ঐ পুরুষ অন্নময়, প্রাণময়, আনন্দময়, ইত্যাদিরূপ বর্ণন দ্বারা আপাততঃ আনন্দময় শব্দে জীব বুঝায় বটে, কিন্তু তাহা নহে; আনন্দময় পুরুষ ব্রহ্মকেই বলিতে হইবে। পুনঃপুনঃ আনন্দময় পুরুষ বলাতে একমাত্র ব্রহ্মকেই আনন্দময় বুঝিতে হইবে। অন্নময়াদি দুঃখময় কোষসমূহের মধ্যে আনন্দময় কোষের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার মুখ্যত্বের হানি নাই; কেন না, উহা ঐ সমস্ত কোষেরও অন্তর্ভূত। অন্নময়াদি প্রকরণে আনন্দময়ের উল্লেখ থাকিলেও আনন্দময় পুরুষকে ব্রহ্মই বলিতে হইবে। বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নিজপুত্র ভৃগুর নিকট বলিয়াছিলেন, আনন্দময় পুরুষকে জানিতে পারিলে আনন্দময় পুরুষের সহিত বিহার করিতে পারে। এই সমস্ত এবং অন্যান্য প্রমাণেও জানা গেল যে, ব্রহ্ম আনন্দময়, অন্নময়াদি নহেন। পরমাত্মার শরীরত্বও অবিরুদ্ধ। পৃথিবী তাঁহার শরীর, শ্রুতিতেও এইরূপ উক্তি আছে। সুতরাং এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের শারীরক আখ্যাও অবিরুদ্ধ। যাঁহারা আনন্দময় স্থলে ব্রহ্মপুচ্ছ ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের সে মত যুক্তিসংযুক্ত নহে। কেননা, ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে শব্দস্বারস্যের ভঙ্গদোষ হয়, গুরুমতেরও আদর থাকে না ॥ ১২ ॥

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থবোধক; সুতরাং আনন্দময় বলিতে আনন্দের বিকার বুঝায়। অতএব আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মকে না বুঝাইয়া জীবকে বুঝাইলে দোষ কি? এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসার্থ ত্রয়োদশ সূত্রের অবতারণা হইতেছে।—স্থানবিশেষে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়, কিন্তু এস্থলে সে অর্থ নহে। এখানে ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং আনন্দময় শব্দে জীব হইতে পারে না। প্রচুর আনন্দযুক্ত ব্রহ্মই আনন্দময়। দ্বিস্বরযুক্ত শব্দের উত্তরই বিকারার্থে ময়ট্

প্রত্যয় হইয়া থাকে। আনন্দশব্দ বহুস্বরবিশিষ্ট বলিয়া এস্থলে ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থবোধক হইতে পারে না। যদি বল যে, আনন্দময় শব্দে আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ দুঃখপ্রাপ্তির অসদ্ভাব, এইরূপ অর্থ করিয়া উহা দ্বারা জীব বুঝাইলে দোষ কি? তাহাও অসম্ভব; কেন না, শ্রুতি ও পুরাণাদির উক্তি দ্বারা একমাত্র পরমপুরুষ ব্রহ্মকেই সর্ব্বদুঃখবর্জ্জিত বুঝায়। সুতরাং আনন্দময় বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে, উহা দ্বারা জীব বুঝাইবে না॥ ১৩॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ॥ ১৪॥

আনন্দশব্দ দ্বারা আনন্দের হেতুভূত, এইরূপ অর্থও সিদ্ধ হয়। কেন না, পরমাত্মা আনন্দের হেতুভূত না হইলে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রাণপানচেষ্টা হইতেছে? শ্রুতির উক্তি দ্বারাও ইহা সপ্রমাণ হয়, সুতরাং আনন্দশব্দে আনন্দময় ব্রহ্মই বোধ্য॥ ১৫॥

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে॥ ১৫॥

বেদোক্ত মন্ত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে, তদ্দ্বারাও আনন্দময় শব্দে একমাত্র ব্রহ্মই বুঝায়। সুতরাং স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, আনন্দময় বলিতে ব্রহ্ম ভিন্ন জীব বুঝাইবে না॥ ১৫॥

নেতরোহনুপপত্তেঃ॥ ১৬॥

মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন হইলে তাঁহারই আনন্দময়তা-সমর্থন দ্বারা জীবাশঙ্কার নিরসন হয়, এ কথাই বা কিরূপে বলি? কেন না, মন্ত্রবর্ণ দ্বারা মায়া ও মায়াকার্য্যবিনির্ম্মুক্ত জীব পরামৃষ্ট হইতেছেন; অতএব তাদৃশ জীব হইতে আনন্দময় পুরুষ অভিন্ন। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার মীমাংসার্থ বলা যাইতেছে।—বদ্ধজীব ও মুক্তজীব, এই উভয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কেন না, যদি অবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনির্ম্মুক্ত মুক্তজীবের আনন্দময়তা ও মান্ত্রবর্ণিকতার আশঙ্কা করা যায়, তাহা হইলেও বদ্ধজীবের আনন্দময়ত্বাদি অসঙ্গত। কারণ, শ্রুতির উক্তি আছে যে, জীবের স্বতন্ত্রভোগের ক্ষমতা নাই; তিনি বিবিধ ভোগচতুর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া নিখিল অভিলষিতই ভোগ করেন। এস্থলে যে "ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া" এই কথা বলা হইল, ইহা দ্বারা ব্রহ্মরূপ হরিরই ভোগবিষয়ে প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতেও লিখিত আছে, সতী যেমন পতির বশীভূত, আমিও সেইরূপ

ভক্তের অনুগত। নারদগীতাতেও ভগবানের উক্তি আছে যে, ভক্তেরাই আমার প্রভু; ভক্তি ও শ্রদ্ধা এই দুইটী দ্বারাই আমি বশীভূত হই। এই প্রকার সর্ব্বত্রই ভক্তি ও ভক্তের প্রাধান্য বর্ণিত আছে॥ ১৬॥

ভেদব্যপদেশাৎ॥ ১৭॥

আবহমানকালই ব্রহ্ম ও জীব, উভয়ে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ব্যপদিষ্ট। মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্মরূপ হরিকে সাক্ষাৎ শৃঙ্গারাদি রসস্বরূপ বুঝিতে হইবে। সেই রসলাভ করিলেই জীব নিত্যানন্দময় হয়। কোন সময়েই সেই আনন্দের ক্ষয় নাই; ঐ আনন্দের স্রোত অবিরামগতিতে প্রবাহিত। এই প্রকারে সেই আনন্দময় মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্মের রসলাভ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত আছে, নিরঞ্জনত্বলাভ করিলেই জীবের পরমসাম্যপ্রাপ্তি ঘটে॥ ১৭॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষয়া॥ ১৮॥

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশই ঐ গুণের ধর্ম্ম বা স্বভাব; জ্ঞান-সুখরূপে পরিণত হয় বলিয়া ঐ গুণই আনন্দের কারণ; জড়স্বভাব প্রকৃতিতে ঐ গুণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব ব্রহ্ম আনন্দময় নহেন, প্রধানকেই (প্রকৃতিকেই) আনন্দময় বলি। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার মীমাংসার্থ অষ্টাদশ সূত্রের অবতারণা হইতেছে।—শ্রুতিতে লিখিত আছে, "আমি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপে আবির্ভূত হইব" সেই ব্রহ্ম এই প্রকার সংকল্প করিলেন। জড়ের ঐ প্রকার সংকল্প অসম্ভব। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ প্রকার বলা যুক্তিসঙ্গ নহে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের ঐ প্রকার সংকল্প হইতেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণেও বর্ণিত আছে যে, আকাশে প্রতিভারূপে অথবা অনন্ত জ্যোতিরূপে আনন্দ বিস্তৃত রহিয়াছে। ভগবন্নিষ্ঠ মহামতি প্রহ্লাদ সেই প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে আনন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি দুর্ম্মতি পিতাকে উপদেশ দিবার জন্য দৈত্যসভাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে দৈত্যগণ! তোমরা যার পর নাই স্তব্ধচিত্ত, সুতরাং বঞ্চিত; কারণ, আনন্দরূপী ভগবানের আনন্দদর্শনে তোমরা সক্ষম হইলে না; অতএব তোমরা সামান্য কীট সদৃশ হেয়॥ ১৮॥ *

---

* ভো ভো দৈত্যাঃ স্তব্ধচিত্তা বঞ্চিতা যয়মতাথ।
যস্মাৎ কীটা যথা ক্ষুদ্রাস্তস্মানন্দে বহির্দৃশঃ॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, এই আনন্দময় পুরুষে ঐকান্তিক ভক্ত হইলেই অভয়যোগ ঘটে; উহার বিপরীত হইলেই বন্ধনাদি বিপদজাল উপস্থিত হয়। জড়রূপিণী প্রকৃতির পক্ষে ইহা অসম্ভব। কারণ, প্রকৃতিসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইতে না পারিলে অভয়যোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সমবায়কেই প্রকৃতি কহে। যিনি প্রকৃতির অতীত, তিনিই হরিরূপী পরব্রহ্ম। তিনিই সর্ব্বকারণের কারণ। * সুতরাং সূক্ষ্মবিচার করিলে একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবেরই অভবদাতৃত্ব ও অমৃতস্বরূপত্ব লক্ষিত হয়, অতএব স্পষ্টই জানা যাইতেছে; ভগবান্ হরিই আনন্দময়, জীব বা প্রকৃতি আনন্দময় হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

অতস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

বৃহৎ কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, যিনি আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমণ্ডলে সর্ব্ব-কামদাতা দেবতারূপে বিরাজিত আছেন, সেই জগতের বিভু হরিরূপী ঈশ্বরকে নমস্কার। † এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কোন জীবই কি পুণ্য-জ্ঞানাধিক্য-নিবন্ধন উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমণ্ডলে ঐ প্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন? কিম্বা সেই জীব হইতে ভিন্ন স্বয়ং পরমাত্মাই ঐ প্রকার পুরুষ-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন? পুণ্যাতিশয্য ও জ্ঞানাধিক্য হইলে জীব সকলেরই অভীষ্ট-পূরণ করিতে সক্ষম হয়; সুতরাং জীব কেন উপাস্য না হইবে? এই সন্দেহনিরসনার্থ বলা যাইতেছে।—পরমাত্মা উহাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী; জীব নহেন। কেন না, এই প্রকরণে ঐ অন্তর্ব্বর্ত্তীর উদ্দেশেই কর্ম্মরাহিত্যাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। জীব কর্ম্মের বশীভূত; সুতরাং কর্ম্মবশ্যতা ও গন্ধরাহিত্যাদি ধর্ম্ম অসম্ভব। দেবতাগণেরও লোকেশ্বরত্বাদি ঈশ্বরোপাসনাফলে হইয়াছে; উহা তাঁহাদিগের স্বাভাবিক নহে। তাঁহাদিগের ফলদাতৃত্বশক্তিও ঈশ্বরের অধীন। উপাস্য বলিয়াও তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না; কেন না, তাঁহা-দিগের উপাসনা ঈশ্বরের স্বরূপে নহে। দেহসম্বন্ধপ্রতীতি নিবন্ধন পরমাত্মাও

---

* গুণত্রয়ং বিজানীয়াৎ প্রকৃতিং তদ্বহিশ্চ যৎ।
হরিরূপং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

† আদিত্যেঽক্ষিণি যো দেবঃ সর্ব্বকামস্য সম্ভবঃ।
তং বিভুং জগতাং বন্দে হরিরূপিণমীশ্বরং ॥

জীবশব্দবাচ্য নহেন; কেন না, "আমি এই মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যবৎ জ্যোতির্ম্ময় তমোহারক অপ্রাকৃত দিব্যদেহধারী পুরুষ বলিয়া জ্ঞাত আছি" ইত্যাদি পুরুষসূক্তাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত দেহের উল্লেখ আছে ॥ ২০ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্তর্যামী পরমাত্মা আদিত্যাদি দেহাভিমানী জীব হইতেও পৃথক্। "যিনি আদিত্যবর্ত্তী হইয়াও আদিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী, আদিত্যও যাঁহাকে অবগত নহেন, আদিত্য যাঁহার দেহ, যিনি আদিত্যেরও অন্তর্ব্বর্ত্তী ও প্রবর্ত্তয়িতা, তিনিই অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং তিনিই অমৃত" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে বিজ্ঞানাত্মা হইতেও অন্তর্যামী পরমাত্মার ভেদ-নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয় এবং আদিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মা ইত্যাদি শ্রুতির সহিত সমানত্ব লক্ষিত হয়; সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই প্রকরণে পরমেশ্বরই উপদিষ্ট হইতেছেন ॥ ২১ ॥

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥

জৈবলিরাজার নিকট এক ব্রাহ্মণ কোন সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পৃথিবী এবং অন্যান্য লোকের আধার কি? রাজা কহিলেন, আকাশই সকলের আধার; আকাশ হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আকাশই প্রলয়ের স্থান। এই বচন দৃষ্টে সন্দেহ হইতে পারে যে, এ স্থলে আকাশ শব্দে ভূতাকাশ কিম্বা পরব্রহ্ম? আকাশশব্দ ভূতাকাশেই রূঢ়, উহা হইতেই অনিলাদিক্রমে ভূতসৃষ্টির শ্রবণও হয়; সুতরাং আকাশশব্দে ভূতাকাশই হউক্। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—এখানে আকাশশব্দে ভূতাকাশ নহে, ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। কেন না, ব্রহ্ম ব্যতীত ভূতাকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইতে পারে না। শ্রুতি কর্ত্তৃক অসঙ্কুচিত সর্ব্বশব্দ দ্বারা আকাশ সহ সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণস্বরূপ আকাশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আকাশ-পদ দ্বারা যদি ভূতাকাশ বুঝায়, তাহা হইলে আকাশের কারণ আকাশ, এই প্রকার অসঙ্গতিদোষ ঘটে। অধিকন্তু এব শব্দ দ্বারাও হেত্বন্তরের দূরীকরণ হইয়াছে, উহাও ভূতাকাশপক্ষে অসঙ্গত। কেন না, ঘটাদির কারণতা মৃদাদি-তেও লক্ষিত হয়। যদি আকাশ পদ ব্রহ্মবোধক হয়, তাহা হইলে আর অস-ঙ্গতিদোষের সম্ভব থাকে না। শক্তিমদ্‌ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ। আকাশ পদ ভূতাকাশে রূঢ় হইলেও ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে ॥ ২২ ॥

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

চাক্রায়ণ ঋষি প্রস্তোতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে দেবতা সাম-ভক্তিবিশেষরূপ প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোন বিষয়ে আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তোমার মস্তক পতিত হইবে। প্রস্তোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দেবতা কে? চাক্রায়ণ কহিলেন, "সে দেবতা প্রাণ।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ প্রাণ শব্দ দ্বারা মুখান্তর্গত বায়ুকে বুঝাইবে; কিম্বা সর্ব্বেশ্বরকে বুঝিতে হইবে? প্রাণ হইতে অগ্নি প্রভৃতি ভূত-সমূহের উদ্ভব হয়, প্রাণেই সেই সমস্ত ভূতের লয় হয় এবং বায়ুতেই প্রাণশব্দের রূঢ়ত্ব; সুতরাং প্রাণশব্দ দ্বারা বায়ু বুঝাইলে দোষ কি? এই সন্দেহনিরসনার্থ কথিত হইতেছে।—এখানে প্রাণ শব্দ দ্বারা বায়ু বুঝাইবে না, সর্ব্বেশ্বর বুঝিতে হইবে। কেন না, একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন আর কেহই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রাণের হেতু হইতে পারে, ইহা নিতান্তই অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "জ্যোতির্ম্ময় পুরুষই জীবহৃদয়ে ধ্যেয়।" এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা কি প্রাকৃত জ্যোতিঃপদার্থ বুঝিতে হইবে কিম্বা ব্রহ্ম বুঝিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—এখানে জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা প্রাকৃত জ্যেতিঃপদার্থ নহে, উহা দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। কেন না, শ্রুতিসমূহে প্রাকৃতিক সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থই ব্রহ্মের অংশভূত বলিয়া কথিত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বভূতের অংশী, তিনি অপ্রাকৃতধামে অবস্থিতি করেন; সেই হরিই যাবতীয় তেজের আধার, আদিত্যাদি আধার নহে ॥ ২৪ ॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণানিগদাত্তথা হি দর্শনং ॥ ২৫ ॥

শ্রুতিতে গায়ত্রীই সর্ব্বস্বরূপ এবং ভূত, দেহ, পৃথিবী, প্রাণ সকলের বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু সে প্রশংসা প্রকৃত নহে। সংসার ব্রহ্মেরই বিভূতি; এরূপ বলিলে দোষ কি? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া উহা খণ্ডনার্থ কথিত হইতেছে।—গায়ত্রীরূপে অবতীর্ণ ব্রহ্মে মনঃসন্নিবেশ বা ধ্যানের উপদেশ করিয়া উক্ত শ্রুতিতে সমস্ত সংসার ব্রহ্মেরই বিভূতি, গায়ত্রীমন্ত্রের বিভূতিরূপ প্রসংশাবাদ নহে, ইহাই কহিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ২৬ ॥

অধুনা যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।—পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ভূতাদি সমস্ত পদার্থকে অংশরূপে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চতুষ্পাদশব্দে গায়ত্রীমন্ত্র না বলিয়া গায়ত্রীরূপ স্বর্গস্থ ব্রহ্মকেই নিরূপণ করা হইয়াছে। ভূতাদি যে মন্ত্রের পাদ, ইহা অসম্ভব ॥ ২৬ ॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥

অধুনা উভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধ (অপ্রাকৃতধামসম্বন্ধ) শ্রবণের কোন বিশেষ আছে কি না, এইরূপ আক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—প্রথমে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ এই স্বর্গে অথবা অপ্রাকৃতধামে, এইরূপ সপ্তম্যন্ত-পদের প্রয়োগ দ্বারা স্বর্গধামকে আধাররূপে উপদেশ করা হইয়াছে। আবার পরক্ষণেই "পরো দিবঃ" অর্থাৎ স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, এইরূপে পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ দ্বারা মর্য্যাদারূপে উপদেশ করা হইয়াছে। অতএব উপদেশভেদে উভয়পদ দ্বারা এক পদার্থই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা বলা অসম্ভব। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ বলা যাইতেছে যে, উপদেশভেদে দোষ হয় না। কেন না, ব্রহ্ম স্বর্গধামস্থ হইয়াও স্বর্গের অতীত, এ প্রকার অর্থ হইলে আর কোনরূপ দোষ নাই ॥ ২৭ ॥

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

কোন সময়ে প্রতর্দ্দন নৃপতি রণকৌশল ও পুরুষকার প্রদর্শনার্থ অমরাবতীতে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তৎপ্রতি প্রীত হইয়া বরপ্রার্থনা করিতে বলিলে নরপতি কহিলেন, "যাহা দ্বারা জীবের হিততম হয়, আপনি তদ্বিষযে উপদেশ করুন্।" ইন্দ্র কহিলেন, "আমি প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ, আমারই আরাধনা কর।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র কি পরমাত্মা অথবা জীববিশেষ? ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—এখানে প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র জীববিশেষ নহেন, ইনি পরমাত্মা। কেন না, প্রজ্ঞাত্মা, অমৃত প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন ॥ ২৮ ॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্র স্বয়ং প্রাণশব্দ দ্বারা আপনাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, সুতরাং উহা দ্বারা জীবই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে না। অধিকন্তু অবাক্ অমনা ব্রহ্মের বক্তৃত্বই অসম্ভব। "আমি ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপকে সংহার করিয়াছি" ইত্যাদি

শ্রুত্যুক্তি দ্বারাও ইন্দ্রদেবতারূপ জীববিশেষই বোধগম্য হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন।—এই প্রকরণে বিশেষরূপে অধ্যাত্মসম্বন্ধেরই উপদেশ হইয়াছে। সুতরাং ইন্দ্র প্রাণশব্দ দ্বারা জীবকে উপদেশ করেন নাই; উহা দ্বারা পরমাত্মারই উপাস্যত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষাদির উপায়কেই হিততম কার্য্য বলা যায়। যাহার আরাধনা দ্বারা মোক্ষাদি প্রাপ্ত ঘটে, তাহা কদাচ প্রাকৃত প্রাণ বা জীব হইবে, ইহা অসম্ভব। শ্রুত্যুক্ত বাক্যসমূহেও প্রাণশব্দ দ্বারা পরমাত্মাই কথিত হইয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্ম পরমাত্মা ভিন্ন অপরের হইতে পারে না॥ ২০॥

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ॥ ৩৯॥

অধুনা আশঙ্কা এই যে, যদি তাহাই হইল, তবে বক্তার আত্মোপদেশসম্ভব কি প্রকারে হইতে পারে?—ইহার উত্তর এই যে, "আমাকেই আরাধনা কর" বলিয়া বিদিতজীব ইন্দ্র ব্রহ্মরূপে আপনাকে যে উপদেশ করিয়াছেন, শাস্ত্রদর্শনেই তাহা বুঝিতে হইবে। যে বৃত্তি যেরূপ আয়ত্ত, তদ্রূপেই শাস্ত্রে তাহা উপদিষ্ট হয়। প্রাণায়ত্ত বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম যেমন শ্রুতিতে প্রাণরূপে নির্দ্দিষ্ট, সেইরূপ জীবও ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তি বলিয়া এখানে ইন্দ্র আপনারই উপাস্যত্ববিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। স্মৃতিতে এবং লৌকিক ব্যবহারেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়॥ ৩০॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ॥ ৩১॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ॥

এক্ষণে আবার আশঙ্কা এই যে, এই প্রকরণে অধ্যাত্মসম্বন্ধ সবিস্তার উপদিষ্ট হইলেও এই বাক্য যে ব্রহ্মপর, তাহা বলা অসম্ভব। উহাতে বরং স্পষ্টতঃ জীবকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। "যাবৎ প্রাণ থাকে, তাবৎ জীবনও থাকে" ইত্যাদি স্থানে মুখ্য প্রাণই কথিত হইয়াছে। অতএব জীব, প্রাণ ও ব্রহ্ম এই তিনটীরই উপাস্যত্ব কথিত হইয়াছে, এই প্রকার বলাই যুক্তিযুক্ত। এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ কথিত হইতেছে।—পূর্ব্বকথিত শ্রুতিসমূহ জীব ও প্রাণের নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাদের উপাস্যত্ব বোধ করাইতেছেন, ইহাও বলা অসঙ্গত। কেননা তাহা হইলে ত্রিবিধ উপাস্যনিবন্ধন উপাসনারও প্রাণধর্ম্ম, প্রজ্ঞাধর্ম্ম ও ব্রহ্মধর্ম্ম অনুসারে ত্রৈবিধ্য দৃষ্ট হয়। একবাক্যে ত্রিবিধ

উপাসনার নির্দ্দেশ অসম্ভব। বাচ্যভেদে বাক্যভেদও অবশ্য হইতে পারে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবাদিলিঙ্গবশতঃ ব্রহ্মধর্ম্ম কি জীবাদিপর অথবা তিনি স্বতন্ত্র কিম্বা জীবাদিলিঙ্গসমস্ত ব্রহ্মপর? ইতিপূর্ব্বে প্রাণাধিকরণে প্রথম জিজ্ঞাস্যটীর নিরাস করা হইয়াছে; উপাসনাত্রৈবিধ্য দ্বারা দ্বিতীয়-পক্ষটীও দূষিত হইল। অধুনা তৃতীয়পক্ষের যুক্তি এই যে, জীবাদিলিঙ্গসমূহ ব্রহ্মপর, কেননা, উহাদিগকে ব্রহ্মপররূপে সর্ব্বত্রই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্র, প্রাণ ও প্রজ্ঞা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

মনোমায়াদিভিঃ শব্দৈঃ স্বরূপং যস্য কীর্ত্ত্যতে।
হৃদয়ে স্ফুরতু শ্রীমান্মমাসৌ শ্যামসুন্দরঃ।

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

উপনিষদে কথিত আছে যে, মনোময়, প্রাণময়, নিয়ন্তা, প্রকাশস্বরূপ, সত্য-সঙ্কল্প, সর্ব্বগত, সর্ব্বভোগসম্পন্ন, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাক্যমনের অগোচর, আত্মাদরবর্জ্জিত ঈশ্বরই উপাস্য। এস্থলে সন্দেহ এই যে, মনো-ময়াদিগুণযুক্ত পুরুষ জীব কিম্বা ঈশ্বর? ইহারই উত্তর কহিতেছেন।— ঐ সকল বাক্য দ্বারা ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। কেন না, সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধবস্তুর উপদেশ আছে। উপক্রমবাক্যে শান্তিবিবক্ষাতেই ব্রহ্মনির্দ্দেশ হইয়াছে, স্ববিবক্ষায় নহে সত্য, তথাপি মনোময়ত্বাদি উপদিষ্টবাক্যে ব্রহ্মই বিশেষরূপে বোদ্ধব্য। এখানে ক্রতুশব্দে উপাসনা এবং মনোময় শব্দে শুদ্ধ-মনোগ্রাহ্য বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের মনোগ্রাহ্যত্বের নিষেধব্যঞ্জক বাক্যসমূহের অর্থ, বিষয়বাসনা দ্বারা কলুষিত মনে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন না। নচেৎ শ্রুতি-বিরোধ ঘটে। মন ও প্রাণের অনধীন বলিয়া তাঁহাকে অমনা ও অপ্রাণ বলা গিয়া থাকে। অন্যথা শ্রুতিবিরোধ দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে যখন মনোময়ত্বা-দির উপদেশ আছে, তখন এখানেও পরমাত্মাই মনোময়াদি, এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ॥

মনোময়ত্ব প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে গুণ বিবক্ষিত হইতেছে, তাহা জীবের নহে, পরমাত্মার গুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ ২॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ॥ ৩॥

জীব খদ্যোতসদৃশ, মনোময়ত্বাদি গুণ পরমাত্মার ভিন্ন জীবের হইতে পারে না॥ ৩॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ॥ ৪॥

"মরণান্তে ইহলোক হইতে গিয়া মনোময় পুরুষের মিলন প্রাপ্ত হইব" জীব এইরূপ বলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উহাদিগের মধ্যে উভয়ের বিলক্ষণ প্রভেদ বিদ্যমান। কেন না, জীবের কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ এবং মনোময়পুরুষের কর্ম্মব্যপদেশ দৃষ্ট হইতেছে॥ ৪॥

শব্দবিশেষাৎ॥ ৫॥

"এই আত্মা আমার হৃদয়মধ্যে সংস্থিত" এখানে উপাসক জীবের ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত নির্দ্দেশ রহিয়াছে এবং "মনোময়পুরুষ উপাস্য" এখানে উপাস্য মনোময় পুরুষ প্রথমান্ত; সুতরাং স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, উপাস্য-উপাসকের ভেদ বিদ্যমান॥ ৫॥

স্মৃতেশ্চ॥ ৬॥

স্মৃতিতে বর্ণিত আছে, "হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজীবের হৃৎপ্রদেশে ঈশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন। যন্ত্রারূঢ় ব্যক্তি যেমন ভ্রামিত হয়, ঈশ্বরের মায়াতেও জীব-সমস্ত তদ্রূপ ভ্রামিত হইতেছে।" এখানেও জীব হইতে যে পরমাত্মা ভিন্ন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে॥ ৬॥

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ॥ ৭॥

শ্রুতিতে অণীয়স্ত্বের উপদেশ আছে; সুতরাং মনোময়শব্দে জীব বুঝাইলে দোষ কি? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন।—হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আত্মার অণীয়স্ত্ব ও অল্পাশ্রয়ত্বের উপদেশ থাকিলেও উহা দ্বারা জীব বুঝায় না। কেন না, অন্যান্য শ্রুতি তাঁহাকে আকাশ ও পৃথিবীবৎ বৃহৎ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অণীয়স্ত্বরূপে ও অল্পাশ্রয়ত্বরূপে তাঁহার যে উপদেশ আছে, বৃহৎ হইলেও ক্ষুদ্রভাবে, উপাসনার যোগ্যতা দেখাইবার জন্যই

বুঝিতে হইবে। পরমাত্মার অণুত্বও কোথাও মুখ্য কোন স্থলে বা গৌণ-রূপে বুঝিতে হয়॥ ৭॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ॥ ৮॥

যদি বল যে পরমাত্মা যখন জীববৎ দেহান্তর্ব্বর্ত্তী, তখন তিনি জীববৎ সুখদুঃখভাগীও হউন্। এই আশঙ্কার বিদূরণার্থ বলা হইতেছে।—পরমাত্মার বৈশেষ্যনিবন্ধন জীবের সহিত তাঁহার সমান ভোগ অসম্ভব। কর্ম্মপারবশ্যই ভোগের কারণ। পরমাত্মা স্বাধীন, জীব কর্ম্মপরতন্ত্র। শ্রুতিস্মৃত্যাদিতেও ইহা স্পষ্ট বর্ণিত আছে॥ ৮॥

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ॥ ৯॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বকথিত অন্ন ও ভোজনোপযুক্ত শব্দ দ্বারা অগ্নি, জীব কিম্বা পরমাত্মা বুঝাইবে? ইহারই উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—শ্রুত্যুক্ত ভক্ষ্যবস্তু জীবের ভক্ষ্য নহে। কালাদিবস্তুর ভোক্তা একমাত্র চরাচর-সংহারক পরমাত্মা॥ ৯॥

প্রকরণাচ্চ॥ ১০॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে, "তিনি অণু হইতেও অণু" এবং স্মৃতির উক্তিও আছে, "তুমি চরাচরসংহারকর্ত্তা।" সুতরাং এই সমস্ত প্রকরণবলে কালাদি-বস্তুর ভোক্তা একমাত্র জগৎ-সংহারক পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে॥ ১০॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মনৌ হি তদ্দর্শনাৎ॥ ১১॥

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, "পুণ্যোপার্জ্জিত শরীররূপ লোকে হৃদয়গুহাতে সংস্থিত দুইজন অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করেন।" এস্থলে কর্ম্মফলভোক্তা জীবের সহিত সংস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি কি বুদ্ধি, অথবা প্রাণ কিম্বা পরমাত্মা? ইহার উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—এস্থলে হৃদয়গুহাস্থ দুইজনকে জীবাত্মা ও প্রাণ বুঝিবে না; জীবাত্মা ও বুদ্ধি এ দুইটীও নহে; উহা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। কেন না, "যিনি প্রাণের সহিত সঞ্জাত হন, তিনিই দেবতাময়ী অদিতি এবং তিনিই ঐশ্বর্য্যসহকারে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেই বুঝাইয়াছে। জীবাত্মা সংসারবাসনাবদ্ধ হেতু ছায়ারূপে এবং পরমাত্মা সংসারমুক্ত বলিয়া তেজঃস্বরূপে কথিত। জীবাত্মা কর্ম্মফলভোগে প্রযোজ্যকর্ত্তা, পরমাত্মা প্রয়োজককর্ত্তা॥ ১১॥

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥

এই প্রক্রিয়াতে জীব ও ঈশ্বর পর্য্যায়ক্রমে মননকর্ত্তা ও মন্তব্য বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন অর্থাৎ জীব মননকর্ত্তা, ঈশ্বর মন্তব্য ॥ ১২ ॥

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

"এই অক্ষিমধ্যে যে পুরুষ লক্ষিত হইতেছেন, তিনিই আত্মা; তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অভয়প্রদ" উপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ পুরুষ কি প্রতিবিম্ব অথবা দেবতাস্বরূপ, কিম্বা জীবাত্মা, অথবা পরমাত্মা? ইহারই উত্তর বিবৃত হইতেছে।—অক্ষিমধ্যগত পুরুষ প্রতিবিম্বাদি নহেন; তিনি পরমাত্মা। কেন না, আত্মত্ব, অমৃতত্ব, ব্রহ্মত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম তাঁহার ভিন্ন অন্যের সম্ভবে না ॥ ১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে লিখিত আছে, "যিনি চক্ষুমধ্যে সংস্থিত" ইত্যাদি স্থলে অন্য কাহাকেও নির্দ্দেশ করিয়া বলা হয় নাই ॥ ১৪ ॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥

শ্রুতিতেও অপরিচ্ছন্ন সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মই আবার অক্ষিস্থ বলিয়া কথিত হইয়াছেন; সুতরাং অক্ষিস্থ পুরুষই যে পরমাত্মা, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥

অধিগতরহস্য ব্যক্তির সম্বন্ধে দেবযানগতি বলিয়া যে উক্তি আছে, অক্ষিগত-বেত্তারও সেই গতি কথিত হয়, শ্রুতিতে এইরূপ বর্ণিত আছে; সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অক্ষিগত পুরুষ প্রতিবিম্বাদি নহেন, তিনিই পরমাত্মা ॥১৬॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥

অক্ষিমধ্যে প্রতিবিম্বাদিত্রয় সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে পারে না এবং অমৃতত্বাদি ধর্ম্মেরও সম্ভাবনা নাই; অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন প্রতিবিম্বাদিত্রয় নহেন ॥ ১৭ ॥

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥

"পৃথিবীস্থ হইয়াও যিনি তাহা হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে সমর্থ নহেন, পৃথিবী যাঁহার দেহ, যিনি পৃথিবীর নিয়ন্তা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা" এইরূপ শ্রুত্যুক্তিতে পৃথিবীতে পৃথিবীপ্রভৃতির

অন্তরস্থ ও তাহাদিগের নিয়ামক এইপ্রকার প্রতীতি নিবন্ধন তিনি প্রধান বা জীব এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ সন্দেহ নিরসনার্থ কথিত হইতেছে।—বিভুজ্ঞানানন্দতা, তদবেদ্যতা, অমৃতত্ব, তন্নিয়ন্তৃতা ও সর্ব্বান্তঃস্থত্বাদি ধর্ম্মের অভিধানবশতঃ অধিদৈবাদিবাক্যে যে পরমাত্মা কথিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এখানে পৃথিব্যাদির অন্তর্যামী বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥

উপরি-উক্ত হেতুনিবন্ধন স্মৃতিকথিত প্রধান আত্মা হইতে ভিন্ন; দ্রষ্টৃত্বাদি-ধর্ম্ম কদাচ প্রধানের হইতে পারে না। যিনি অমনা হইয়াও মননকর্ত্তা, অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাতা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, যিনি ব্যতীত মননকর্ত্তা, দ্রষ্টা, বিজ্ঞাতা ও শ্রোতা নাই, তিনিই অমৃতস্বরূপ অন্তর্যামী আত্মা॥ ১৯॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥

যদি বল যে, যোগীপুরুষকে অন্তর্যামী বলি? তাহাও অসম্ভব। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে জীব ও অন্তর্যামীর ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ ভেদ নিয়ন্ত্য-নিয়ন্তৃত্বভাবে জ্ঞাতব্য। এই জন্য তিনিই হরি ॥ ২০ ॥

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

"পরাবিদ্যা দ্বারাই অক্ষরপুরুষকে জানিতে পারা যায়। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রামের অগোচর, নেত্রকর্ণাদিবিহীন, প্রভু, দুর্ব্বোধ্য, করচরণাদিরহিত, জাতিবর্জ্জিত, বংশহীন, সর্ব্বকরস, ভূতযোনি ও অবিনশ্বর। জ্ঞানিগণ পরাবিদ্যা দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভ করেন।" "তিনি দ্যুতিশীল, পুরুষাকার, অজ, অমনা, মূর্ত্তসংযোগবর্জ্জিত, প্রাণহীন, শুভ্র এবং জীবের ও প্রকৃতির অতীত।" শ্রুতিতে এই যে দুইটী বাক্য আছে, ইহার প্রতিপাদ্য প্রকৃতি কিম্বা পুরুষ অথবা পরমাত্মা? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম পরমাত্মার ভিন্ন আর কাহারও সম্ভবে না; সুতরাং তিনিই পরাবিদ্যার বিষয় ২১ ॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বকথিত শ্রুত্যুক্ত বাক্যদ্বয়ের বাচ্য প্রকৃতি ও পুরুষও হইতে পারেন না। কেন না, সর্ব্বজ্ঞাদি পূর্ব্বকথিত বিশেষণ এবং দিব্যাদি পুরুষের ভেদ কথিত হইয়াছে। সুতরাং উভয়বাক্যেই একমাত্র সর্ব্বকারণস্বরূপ পুরুষোত্তমকেই বুঝাইতেছে ॥ ২২ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥

শ্রুতিতে যে ভূতযোনি পুরুষের রূপ নিরূপিত হইয়াছে, সে রূপ প্রকৃতি বা পুরুষের নহে ; উহা পরমাত্মারই রূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

প্রকরণাৎ ॥ ২৪ ॥

উক্ত রূপ যে পরমাত্মার, প্রকরণ হইতেই তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়॥২৪॥

বৈশ্বানরসাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৫ ॥

উপনিষদে লিখিত আছে, "বৈশ্বানরকে ধ্যান কর, কেন না, বৈশ্বানরই ব্রহ্ম।" এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ বৈশ্বানর শব্দ দ্বারা কি উদরাগ্নি বুঝাইবে কিম্বা দেবতাগ্নি বা ভূতাগ্নি অথবা বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—সাধারণতঃ বৈশ্বানর শব্দ দ্বারা উক্ত চারিটীই বুঝায় বটে, কিন্তু তাহা নহে। বিষ্ণু সাধারণ দ্যুমূর্দ্ধাদি শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়াতে উহা দ্বারা বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে। এই প্রকার আত্ম ও ব্রহ্মশব্দ দ্বারা মুখ্যার্থ হরিই বোদ্ধব্য। বৈশ্বানরশব্দের যোগার্থও বিষ্ণু। ফলবর্ণনেও কথিত আছে যে, অগ্নিতে যেমন তুলা দগ্ধ হয়, বৈশ্বানরের উপাসকের পাপও সেইরূপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। সুতরাং বৈশ্বানর শব্দে বিষ্ণুই বোদ্ধব্য ॥ ২৫ ॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৬ ॥

ভগবদ্‌গীতাতেও ভগবানের উক্তি আছে যে, "আমি বৈশ্বানররূপে জীবদেহে অবস্থিতি করিয়া থাকি।" সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৈশ্বানর শব্দে হরি ব্যতীত আর কেহই নহেন ॥ ২৬ ॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাসম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে ॥ ২৭ ॥

বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা উদরাগ্নিরূপ অর্থও বোধ হয়, অধুনা সেই আশঙ্কানিরসনার্থ কহিতেছেন।—বৈশ্বানর শব্দের অর্থ অগ্নি হইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে দ্যুমূর্দ্ধাদি বিশেষণের অসম্ভব হয় এবং তাঁহার পুরুষের অন্তরে অবস্থিতি হইলেও পুরুষবিধত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। একমাত্র হরি ব্যতীত ঐ উভয় অন্যে সম্ভবে না ॥ ২৭ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৮ ॥

বৈশ্বানর শব্দ দ্বারা যে ভূতাগ্নি বা দেবতাগ্নিও বুঝায় না, এখন তাহাই

বিবৃত হইতেছে।—পূর্ব্বকথিত হেতুনিবন্ধনই বৈশ্বানরশব্দ দ্বারা ভূতাগ্নি বা দেবতাগ্নি বুঝায় না; বৈশ্বানরশব্দের দেবতাগ্নিত্ব বা ভূতাগ্নিত্ব অসম্ভব। তবে যে মন্ত্রের মধ্যে কোন কোন স্থানে উহাদিগেরও ঐপ্রকার বিশেষণ দেখা যায়, তদ্দ্বারা প্রশংসাসূচনামাত্র হইতেছে॥ ২৮॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥২৯॥

জৈমিনি বলিয়াছেন, বিশ্বনেতৃত্ব নিবন্ধন সর্ব্বকারণস্বরূপ বিষ্ণুবোধক বৈশ্বানরশব্দের ন্যায় প্রাপণাদিগুণযোগবশতঃ অগ্নিশব্দও পরমাত্মবাচক॥ ২৯॥

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ॥ ৩০

পরমাত্মার রূপ প্রাদেশপরিমিত জ্ঞানে অনেকে ধ্যান করেন, অধুনা সেই উক্তি কিপ্রকারে সম্ভবে, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যিনি প্রাদেশমাত্ররূপে ধ্যান করেন, পরমাত্মা তাঁহার নিকট সেইরূপেই প্রকাশিত হন। আশ্মরথ্য ঋষির এই মত॥ ৩০॥

অনুস্মৃতেরিতি বাদরিঃ॥ ৩১॥

প্রাদেশমাত্র হৃদয়কমলে সংস্থিত পুরুষকে মনে মনে ধ্যান করা যায় বলিয়াই পরমাত্মাও প্রাদেশমাত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। বাদরি ঋষি এইরূপ বর্ণনা করেন॥ ৩১॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি॥ ৩২॥

পরমাত্মার প্রাদেশমাত্রত্ববর্ণন দ্বারা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিমত্তা প্রকাশ পাইতেছে, উহা তাঁহার ঔপাধিক নহে। জৈমিনি ঋষি এইরূপ বলিয়া থাকেন॥ ৩২॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্॥ ৩৩॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥

পরমাত্মার এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিমত্তার বিষয় আথর্ব্বণিকেরাও বর্ণন করেন। পুরাণাদিতেও ঐরূপ বর্ণিত আছে; সুতরাং সকলেরই মত একরূপ, কুত্রাপি মতদ্বৈধ নাই॥ ৩৩॥

প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

বিশ্বং বিভর্ত্তি নিঃস্বংযঃ কারুণ্যাদেব দেবরাট্।
মমাসৌ পরমানন্দো গোবিন্দস্তনুতাং রতিং ॥

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥

"স্বর্গ, চতুর্দ্দশভুবন, অন্তরীক্ষ, প্রধানমহদাদি তত্ত্ব, মন ও প্রাণাদিবিশিষ্ট জীব, এই সমস্ত যাঁহাতে সংস্থিত, সেই আত্মাই ভবসাগরপারের একমাত্র উপায়; অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অবগত হওয়াই কর্ত্তব্য।" উপনিষদুক্ত এই বাক্যে সন্দেহ এই যে, স্বর্গাদির আশ্রয়ভূত বস্তু কে? উহাদ্বারা কি প্রধানকে (প্রকৃতিকে) কিম্বা জীবকে অথবা পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে? এই প্রশ্নেরই মীমাংসা হইতেছে।—ব্রহ্মই স্বর্গাদির আশ্রয়ভূত। কেন না, সেতু যেমন নদীপারের হেতুভূত, ভবপারভূত মুক্তিহেতুও সেইরূপ ব্রহ্ম। প্রধান বা জীব মুক্তিহেতু হইতে পারেন, শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ নাই। শ্রুতিও ব্রহ্মের মুক্তিহেতুত্ব বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মই যে মুক্তব্যক্তির প্রাপ্য, ইহা শ্রুতিবাক্যানুসারেই বুঝিতে পারা যায় ॥ ২ ॥

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥

অচেতন-প্রধানবাচক শব্দের অভাবনিবন্ধন স্মৃতিকথিত প্রধান বোধিত হইতেছেন না ॥ ৩ ॥

প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ ॥

আত্মশব্দের মুখ্যার্থ ব্রহ্ম; সুতরাং আত্মশব্দ দ্বারা প্রাণবিশিষ্ট জীব বুঝায় না ॥ ৪ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্ম ও জীব, এই উভয়ের ভেদ শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

বিশেষতঃ প্রকরণদ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ॥ ৬ ॥

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥

স্থিতি ও ফলভোগ দ্বারাও ব্রহ্মকে বুঝাইতেছেন। "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি স্বর্গাদির আশ্রয়রূপে নির্দ্দেশপূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে। এখানে একটা পক্ষীর কর্ম্মফলভোক্তা আর অন্যটীর ফলভোগ না করিয়াও দীপ্যমানরূপে শরীরান্তরে বসতি প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বেই যদি ব্রহ্মকে স্বর্গাদির আশ্রয়ভূতরূপে প্রতিপন্ন করা না হইত, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে দীপ্যমানেরও ব্রহ্মতা হইত না। অন্যথা আকস্মিকী ব্রহ্মত্বোক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়িত; কিন্তু জীবত্বোক্তির সঙ্গতার হানি হইত না। কেন না, সেখানে লোকপ্রসিদ্ধের অনুবাদ দৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উহা দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইলেন ॥ ৭ ॥

ভূমা সম্প্রসাদাধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

নারদের নিকট সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, "ভূমা পুরুষই বিজিজ্ঞাসিতব্য। ভূমা পুরুষকে অবগত হইলে অন্য কিছুরই স্ফূর্ত্তি হয় না। কেবল তিনিই সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভূমা পুরুষ ভিন্ন অন্যকে জ্ঞাত হইলে অপরবিষয়ের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।" এখানে সন্দেহ এই যে, ঐ ভূমা পুরুষ প্রাণ কিম্বা বিষ্ণু? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—বিষ্ণুই ভূমা পুরুষ, প্রাণসচিব জীবকে ভূমা বলিতে পারা যায় না। কেন না, ভূমা পুরুষের অশেষসুখরূপতা ও সর্ব্বোপরি বিরাজিততার উপদেশ আছে। ভগবানের অনুগ্রহে যিনি মুক্ত-পুরুষ হইয়াছেন, তাঁহাকে সংপ্রসাদ কহে। সংপ্রসাদ প্রাণসচিব হইতে সমধিকগুণযুক্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। ভূমা প্রাণ হইতেও ভিন্ন। প্রাণ ভূমা হইলে তদূর্দ্ধরূপে ভূমার উপদেশ অসম্ভব হইত। বিষ্ণু প্রাণ হইতেও উৎকৃষ্ট। উপক্রমাদিদৃষ্ট আত্মশব্দ প্রাণসচিব জীবকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন, এ কথা বলাও সম্ভবে না। কেন না, পরমাত্মাতেই উক্ত আত্মশব্দের ব্যুৎপত্তি। ভূমা পুরুষ অনুভূত হইলে তদাবিষ্টমনা ব্যক্তির অন্যদর্শন যখন নিষিদ্ধ হয়, তখন সে স্থলে স্বল্পসুখপ্রদ সুষুপ্তির সাক্ষীভূত জীবের ভূমরূপতা ব্যাখ্যা বাতুলের কার্য্য। সুতরাং স্পষ্টই স্থির হইল, বিষ্ণুই ভূমাপুরুষ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

বিশেষতঃ যে সমস্ত ধর্ম্ম এই ভূমা পুরুষে পঠিত হয়, পরব্রহ্ম হরিতেই তাহা উপপন্ন হইয়া থাকে, অন্যত্র হইতে পারে না। ভূমার অমৃতত্ব, অনন্যাধারত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব শ্রুত্যাদিতেও ব্যক্ত আছে ॥ ৯ ॥

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে, "আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অক্ষর শব্দ দ্বারা জীব বুঝাইতেছে, কিম্বা প্রধানকে বুঝাইতেছে অথবা ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে? ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—অম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের আশ্রয়রূপে অক্ষরকেই যখন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন উহা দ্বারা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝায় না॥ ১০ ॥

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

যদি বল যে, উহা দ্বারা সর্ব্ববিকারকারণভূত প্রকৃতিকে কিম্বা ভোগ্যভূত অচেতন পদার্থের আশ্রয়ভূত জীবকে বুঝাইলে দোষ কি? ইহার উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—অম্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের আশ্রয়ত্ব ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যে সম্ভবে না। প্রধান বা জীবে সঙ্কল্পমাত্রে জগৎ ধারণ অসম্ভব ॥ ১১ ॥

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে, "এই অক্ষরই অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা এবং অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা।" এখানে বাক্যশেষ দ্বারা অক্ষরপুরুষের ব্রহ্মত্ব ভিন্ন অন্যধর্ম্মের নিরাস হইয়াছে; সুতরাং অক্ষর শব্দে যে ব্রহ্ম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩॥

উপনিষদের উক্তি আছে, "যিনি প্রণবাক্ষরস্বরূপ পরমপুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি স্থূলসূক্ষ্মশরীর হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন, ব্রহ্মলোকলাভ করেন এবং সেই পরমপুরুষের দর্শনলাভ করিতে পারেন।" এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, ধ্যান ও দর্শনের বিষয় কি চতুরানন ব্রহ্মা অথবা পুরুষোত্তম নারায়ণ? ইহার উত্তর এই যে,—পুরুষোত্তম নারায়ণই দর্শনের বিষয়। এখানে ব্রহ্মলোক বলিতে বিষ্ণুলোকই বুঝাইতেছে; কারণ, ব্রহ্মত্ব তদ্ভিন্ন অন্যে সম্ভবে না ॥ ১৩ ॥

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

"এই ব্রহ্মপুরে হৃদয়পদ্মে যে দহরাকাশ আছে, তাহাই ব্রহ্মের আবাসস্থল। তিনি অন্বেষ্টব্য।" এইরূপ উপনিষদের উক্তিতে সন্দেহ এই যে, দহরাকাশ বলিতে কি ভূতাকাশ বুঝিতে হইবে অথবা জীব কিম্বা বিষ্ণুকে বুঝাইবে? ইহার উত্তর—দহরাকাশ শব্দে বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে। কেন না, সর্ব্বাধারত্ব, পাপহারিত্ব প্রভৃতি ভূতাকাশে বা জীবে অসম্ভব ॥ ১৪ ॥

গতিশব্দাভ্যাং তথা দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

গতি ও শব্দ দ্বারাও দহরপদে বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে। ঐ পদ বিষ্ণুলিঙ্গক। শ্রুতিপ্রমাণেও দহরলোক বলিতে বিষ্ণুপদ বুঝায়; সত্যলোক বুঝায় না ॥১৫॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

এই দহরে বিশ্বধারণরূপ মহিমা দেখা যায়; সুতরাং দহর পদে বিষ্ণুই বোদ্ধব্য ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

শ্রুতির উক্তি দ্বারাও ব্রহ্মেই আকাশশব্দের প্রসিদ্ধি দেখা যায় ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

"সংপ্রসাদ (জীব) এই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরজ্যোতীর রূপ প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি স্থল দৃষ্টে সন্দেহ এই যে, দহরবাক্যমধ্যে যখন জীবের উক্তি আছে, তখন দহরশব্দে জীব বুঝাইলে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে,—উপক্রমকথিত অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টবিধ গুণ জীবে উপপন্ন হওয়া অসম্ভব; সুতরাং মধ্যে জীবপরামর্শদৃষ্টে উপক্রমেও জীবপরামর্শ হউক্, এ কথা কখনই বলা যায় না ॥ ১৮ ॥

উত্তরাচ্চেদাবির্ভাবস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতিরূপ জীবই দহরশব্দবাচ্য, এ কথাও বলা যায় না। প্রজাপতি-বাক্যে সাধুনাবির্ভাবিত স্বরূপের উপদেশনিবন্ধন নিত্যাবির্ভূত স্বরূপগ্রহণ অসম্ভব ॥ ১৯ ॥

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

তদন্তরালে যে জীবপরামর্শ দৃষ্ট হইয়াছে, উহা পরমাত্মজ্ঞানের জন্য বুঝিতে হইবে। যাহাকে লাভ করিয়া জীব অষ্টগুণসম্পন্নস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, তিনিই পরমাত্মা ॥ ২০ ॥

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তং ॥ ২১ ॥

হৃদয় স্মৃতিস্থান, উহার পরিমাণ অল্প। সেই অনুসারে স্মরণকারীর ভাবা-পেক্ষায় বিভুপুরুষেরও আবির্ভাব প্রাদেশপরিমিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥

অনুকৃতি হেতু জীব হইতে দহর ভিন্ন। অর্থাৎ নিত্যাবির্ভূত অষ্টগুণসম্পন্ন

দহরের প্রজাপতিবাক্যকথিত সাধনাবির্ভাবিত অষ্টগুণ জীব কর্তৃক অনুকরণ হয় বলিয়া জীব হইতে দহর পৃথক্ ॥ ২২ ॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

মুক্তপুরুষের ভগবৎ-সাধর্ম্ম্যলক্ষণভেদ শ্রুতিতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে; সুতরাং দহর শব্দে হরি ভিন্ন জীব বুঝায় না ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

কঠবল্লীতে লিখিত আছে,"হৃদয়াভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠমাত্র যে পুরুষ সংস্থিত, তিনিই উপাস্য।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ কি জীব অথবা বিষ্ণু?" ইহার উত্তর এই যে, বিষ্ণুই অঙ্গুষ্ঠমিত পুরুষ। কেন না, জীব কর্ম্মাধীন, ভূত-ভব্যনিয়ামকত্বরূপ যে ঐশ্বর্য্য অঙ্গুষ্ঠমিত পুরুষে বিদ্যমান বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহা জীবে অসম্ভব ॥ ২৪ ॥

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে স্মর্যামাণ বিভুর যে অঙ্গুষ্ঠমাত্রতা স্বীকার করা যায়, উহা হৃদয়পরিমাণাপেক্ষায় পরিমাণের উপচার হেতুই জানিবে।" শাস্ত্র অবিশেষে প্রবৃত্ত হইয়াও মনুষ্যাধিকারমাত্র প্রকাশ করিতেছে। উপাসনার সামর্থ্য না থাকিলে উপাসক হওয়া যায় না; সুতরাং মানবদেহ একরূপ বলিয়া তাদৃশ তাদৃশ পরিমাণ অনিরুদ্ধ হইতেছে ॥ ২৫ ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে, "যে যে দেবতা ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই সেই দেবতা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্যের ন্যায় দেবতারও ব্রহ্মোপাসনা সম্ভবে কি না? ইহার উত্তর এই যে,—মনুষ্যের উপরিতনলোকবাসী দেবগণেরও ব্রহ্মোপাসনা আছে। ভগবান্ বাদরায়ণ ইহ স্বীকার করেন। উপনিষদেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

দেবতাদিগের বিগ্রহবত্তা স্বীকার করিলেও উক্ত দোষের সম্ভব হয় না। কেন না, অনামশক্তিমান্ সৌভরি প্রভৃতি মহর্ষিরা যখন শরীরব্যূহ পরিগ্রহ করিতে পারেন, তখন দেবতাদিগেরও যুগপৎ বহুরূপে আবির্ভূত হওয়া এবং ঐরূপে তাঁহাদের বিগ্রহধারণ করা অসম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৭ ॥

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥২৮॥

যদি বল যে, দেবতাবিগ্রহবাদীর কর্ম্মে বিরোধ না হইতে পারে; কিন্তু বেদ-শব্দে বিরোধ হইবার সম্ভব। ইহার উত্তর এই যে, তাহাও হয় না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা সে আশঙ্কাও নিরস্ত হইয়াছে। বেদশব্দ নিত্যাকৃতিবাচক এবং এই সমস্ত শব্দের বাচ্য নিত্যাকৃতির অনুস্মরণেই ততদ্‌বিগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

অতএব চ নিত্যত্বং ॥ ২৯ ॥

এই প্রকার নিত্য-আকৃতিবাচিত্ব এবং কর্ত্তার স্মৃতি সহ সৃষ্টি হেতু বেদশব্দের নিত্যতার সিদ্ধি লক্ষিত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

নৈমিত্তিকপ্রলয়ান্তে কর্ত্তার স্মরণপূর্ব্বিকা সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়সময় প্রকৃতিশক্তিসংযুক্ত পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যান্যপদার্থের যখন বিলয় হয়, তখন তাদৃশী সৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে? এই আশঙ্কানিবারণার্থ বর্ণিত হইতেছে।—মহাপ্রলয়াবসানে যে নামরূপের আদিসৃষ্টি হয়, তাহাও পূর্ব্বসৃষ্টির সমান; অতএব তাহাতেও বেদশব্দের বিরোধ হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবাদির অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত বিদ্যাতে দেবতারাই উপাস্য, তাহাতে তাঁহারা অধিকারী কি না? ইহার উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—জৈমিনি ঋষি দেবগণের অধিকার নির্দ্দেশ করেন নাই। কেন না, উহা সম্ভবে না। উপাস্যত্ব উপাসকত্ব উভয় ধর্ম্ম একজনে অসম্ভব ॥ ৩১ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

দেবতারা যে কেবল জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মের উপাসক, ইহা শ্রুত্যাদিতে উক্ত আছে; সুতরাং ব্রহ্ম-আরধনা ব্যতীত অন্যবিদ্যায় তাঁহারা অধিকারী নহেন ॥ ৩২ ॥

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

ঐ সমস্ত মধ্বাদিবিদ্যায় দেবগণেরও অধিকার আছে, বাদরায়ণেরও এই মত ॥ ৩৪ ॥

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ রৈক্ক জানশ্রুতি নামক কোন শূদ্রনরপতিকে সংবর্গবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদবিদ্যাদিতে শূদ্রজাতি অধিকারী কি না? ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—বেদবিদ্যায় শূদ্র অধিকারী নহে। জানশ্রুতিকে ছান্দোগ্য উপনিষদে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি প্রকৃত শূদ্র নহেন; পুত্রায়ণগোত্রে তাঁহার জন্ম। রাজা শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে শূদ্রশব্দে সম্বোধন করা হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত রাজা জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। শ্রুত্যাদিতে চৈত্ররথবোধক যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উঁহার ক্ষত্রিয়ত্বও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩৫ ॥

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

বেদে যে শূদ্রের অধিকার নাই, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সংস্কার দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণকে একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়কে এবং দ্বাদশবর্ষে বৈশ্যকে উপনীত হইতে হয়, তৎপরে তাহারা বেদাধ্যয়ন করিবে। শূদ্রের সে সংস্কার যখন নাই, তখন বেদেও অধিকার নাই ॥ ৩৬ ॥

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

এক সময়ে গৌতমঋষি জাবালের নিকট গোত্রবিষয়ে প্রশ্ন করিলে জাবাল বলিয়াছিলেন, "আমি জানি না।" সত্য কথা শুনিয়া গৌতম সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ মিথ্যাকথা বলেন না, এই ধারণাতে গৌতম জাবালের অশূদ্রত্ব স্থির করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণশব্দোপলক্ষিত ত্রিবর্ণেরই সংস্কার হইতে পারে, অপরের নহে; সুতরাং শূদ্রের বেদশব্দে অধিকার নাই ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

শূদ্র বেদশ্রবণ করিবে না, শ্রুতিতে ইহা বর্ণিত আছে সুতরাং বেদে শূদ্র অধিকারী হইতে পারে না। স্মৃতিতেও শূদ্রের বেদশ্রবণাদির নিষেধ দৃষ্ট হয় ॥ ৩৮ ॥

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে, "বর্জ্জন অর্থাৎ নিয়মের কর্ত্তা বজ্র হইতে জগৎসংসার সমুদ্ভূত।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, বজ্রশব্দে কি প্রসিদ্ধ বজ্রকে

বুঝাইবে অথবা ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তর—বজ্রাদি সহ নিখিল জগতের কম্পকতা নিবন্ধন বজ্রশব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে॥ ৩৯॥

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ॥ ৪০॥

ব্রহ্মমাত্রব্যঞ্জক জ্যোতিঃশব্দাদি দ্বারা ব্রহ্মেরই প্রভাব বিজ্ঞাপন করে, সুতরাং বজ্রশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়॥ ৪০॥

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ॥ ৪১॥

"আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক। যিনি নামরূপাদিবিমুক্ত, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত।" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তিতে যে আকাশ শব্দ আছে, উহাদ্বারা কি জীব বুঝিতে হইবে অথবা পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তর—এস্থলে আকাশশব্দে পরমাত্মা বুঝাইতেছে, জীবকে বুঝাইতেছে না। কেন না, বিবিধরূপনির্ব্বাহকতা মুক্তাবস্থজীব হইতে পৃথক্ আকাশকে সাধন করিতেছে। বদ্ধজীবকেই কর্ম্মফলে নামরূপ ভজনা করিতে হয়॥ ৪১॥

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন॥ ৪২॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মুক্তজীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হউন্, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ইহার উত্তর—মুক্তজীব শব্দে ব্রহ্ম বুঝায় না। কেন না, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিস্থলে জীব হইতে ব্রহ্মের প্রভেদ সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে॥ ৪২॥

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ॥ ৪৩॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ॥

যদি বল, ইহাতেও অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভব নাই। কেন না, ভেদ ঔপাধিকমাত্র। তাহার উত্তর এই,—শ্রুতিতেই "আত্মা শ্রেষ্ঠ, ভূতগণের অধিপতি, শাসনকর্ত্তা." ইত্যাদি যে সমস্ত বেদবাক্য লিখিত আছে, তদ্দ্বারাই ব্রহ্মবস্তু যে মুক্তজীব হইতে ভিন্ন, তাহা বুঝা যাইতেছে॥ ৪৩॥

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

তমঃ সাংখ্যঘনোদীর্ণং বিদীর্ণং যস্য গোগণৈঃ।
তং সম্বিদ্ভূষণং কৃষ্ণপূষণং সমুপাস্মহে॥

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ॥ ১

কঠবল্লীতে লিখিত আছে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এখানে সন্দেহ এই যে, অব্যক্ত শব্দ দ্বারা স্মৃতিকথিত স্বতন্ত্র প্রধানকে বুঝিতে হইবে কিম্বা শরীর বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তর এই—“ন ব্যক্তং অব্যক্তং” এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা আনুমানিক কপিলস্মৃত্যুক্ত প্রধান বুঝাইতেছে, ইহা বলা অসম্ভব। কেন না, এখানে অব্যক্ত শব্দ দ্বারা রথরূপকবিন্যস্ত শরীর বুঝাইতেছে॥ ১॥

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ॥ ২॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অব্যক্তশব্দ দ্বারা কি প্রকারে ব্যক্ত শরীরকে নির্দ্দেশ করা যায়? ইহার উত্তর এই যে, অব্যক্ত শব্দ দ্বারা কারণরূপী সূক্ষ্ম-শরীর বুঝাইতেছে। কেন না, সূক্ষ্মশরীরই অব্যক্তশব্দের যোগ্য॥ ২॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ॥ ৩॥

যদি বল, সূক্ষ্মশরীরকে কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রধানকে বুঝাইলে দোষ কি? ইহার উত্তর এই—পরমকারণ ব্রহ্মের অধী-নতাবশতঃ প্রধান ফলযুক্ত হয়। প্রধান জড়পদার্থ, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না॥ ৩॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ॥ ৪॥

সাংখ্যগণ বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক হইতে জীবের মুক্তি হয়, সুতরাং প্রধান জ্ঞেয়পদার্থ। কোন কোন স্থলে বিভূতিবিশেষপ্রাপ্তির জন্য এইরূপ কথিত হয়, এখানে কিন্তু তাহার কিছুই নাই॥ ৪॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ॥ ৫॥

যদি বল, অব্যক্ত প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব না বলিলেই হইল? ইহার উত্তর এই যে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেন না, এস্থলে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই কথিত হইয়াছেন॥ ৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ॥ ৬॥

কঠবল্লীতে পিতৃপ্রসাদ এবং স্বর্গপ্রাপ্তি-কারণ অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা এই তিনের জ্ঞেয়স্বরূপে বর্ণনা আছে; ঐ তিনটী বিষয়েই প্রশ্ন হইয়াছে, আর কাহারও উদ্দেশে হয় নাই; সুতরাং প্রধান জ্ঞেয় হইতে পারে না॥ ৬॥

মহদ্বচ্চ ॥ ৭

" বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ" এখানে আত্মশব্দের সঙ্গে একার্থতানিবন্ধন যেমন মহৎশব্দে স্মৃতিকথিত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হয় না, সেইরূপ আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠত্বকথন বশতঃ অব্যক্ত শব্দ দ্বারাও প্রধান বুঝায় না ॥ ৭ ॥

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

"ত্রিগুণাত্মিকা অজা মায়াকে আত্মীয়জ্ঞানে জীব তদ্‌গত সুখদুঃখভোগ করেন" ইত্যাদি উপনিষদুক্তি পাঠে সন্দেহ এই যে, অজা শব্দে কি স্মৃত্যুক্তা প্রকৃতি কিম্বা বৈদিকী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি? ইহার উত্তর এই যে,—এখানে স্মৃত্যুক্তা প্রকৃতি নহে। কেন না, জন্মরহিতকেই অজা বলে, এই প্রকার ব্যুৎপত্তিদ্বারা স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতিকে বোধ করাইবার কোন হেতু নাই। বৃহদারণ্যকে যেমন চমসপদদ্বারা মধ্যে গর্ত্তযুক্ত যজ্ঞীয় ভোজনপাত্রবিশেষমাত্র বোধ হয়, কোন বিশেষ চমসকে বুঝায় না, সেইরূপ এই মন্ত্রে অজাপদে স্মৃত্যুক্ত প্রকৃতিকে বুঝাইবে না ॥ ৮ ॥

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥

জ্যোতিঃশব্দ দ্বারা শ্রুত্যুক্ত জ্যোতির্ব্বস্তুরও প্রকাশক ব্রহ্ম বুঝায়। তাদৃশ জ্যোতিঃশব্দে উপক্রম হইয়াছে হেতু অজাশব্দ দ্বারা ব্রহ্মেরই শক্তি বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

যদি বল, ঈশ্বরোৎপন্ন প্রকৃতির অজাত্ব ও অজা হইয়া আকার ঐ প্রকৃতির জ্যোতীরূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব কিরূপে সম্ভবে? ইহার উত্তর এই যে,—ঐ উভয়তাই প্রকৃতির সম্ভব। কেন না, তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতেই প্রধানের উদ্ভব। পরমেশ্বরের তমঃশব্দবাচ্যা অতিসূক্ষ্মা নিত্যাশক্তি বিদ্যমান আছে। আদিত্য যেমন কারণাবস্থায় একীভূতরূপে এবং কার্য্যাবস্থায় বসু প্রভৃতি দেবগণের ভোগ্য মধুরূপে ও উদয়াস্তময়ত্বাদিরূপে কল্পিত হইলেও কোন বিরোধ হয় না, এখানেও সেইরূপ বিরোধ নাই ॥ ১০ ॥

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে, "যাঁহাতে পঞ্চপঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তিনি আত্মা।" এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, পঞ্চপঞ্চ শব্দ দ্বারা কি পঞ্চ-

বিংশতি এবং জনশব্দদ্বারা তত্ত্ব বুঝিতে হইবে? কিম্বা পঞ্চশব্দ দ্বারা পাঁচ এবং পঞ্চজন শব্দ দ্বারা কোন সংজ্ঞা বুঝাইবে? ইহার উত্তর এই,—ইহা দ্বারা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বুঝায় না। কেন না, তত্ত্ব অনেক। নানাভূতে অনুগত ধর্ম্মের অভাব নিবন্ধন এক একটী তত্ত্ব পঁচিশটী, এপ্রকার অর্থও অসম্ভব। আবার এপ্রকার অর্থ না করিলেও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অসিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ আত্মা ও আকাশের পৃথক্ অভিধান বশতঃ সপ্তবিংশতিটী তত্ত্ব দাঁড়ায়। এখানে পঞ্চজন শব্দ দ্বারা সপ্তষির ন্যায় সংজ্ঞামাত্র বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

"প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রবণের শ্রবণ, অন্নের অন্ন, মনের মন" ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে পঞ্চজন শব্দ দ্বারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বোধিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥

যদি বল, এপ্রকার অর্থ মাধ্যন্দিনগণেরই সঙ্গত, অন্নশব্দের অভাবনিবন্ধন কাণ্বদিগের পক্ষে অসঙ্গত। এই আশঙ্কা-নিরাসার্থ কথিত হইতেছে।— অন্ন শব্দ কাণ্বগণের পাঠে না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দ দ্বারা পঞ্চসংখ্যার পূরণ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

"এই আত্মা হইতেই আকাশের উদ্ভব" বেদান্তে এইরূপ অনেক উক্তি আছে। সুতরাং আত্মাই বিশ্বের কারণ, ব্রহ্মকে বিশ্বের কারণ বলা যায় না। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি লক্ষণসূত্র যেমন সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পাদিগুণক ব্রহ্মকে আকাশাদির কারণ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সমস্ত বেদান্তেই তাদৃশগুণক ব্রহ্মই আকাশাদির কারণরূপে উক্ত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

"তিনি কামনা করিলেন," "ইহা অসৎ" এবং "আদিত্য ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থানে সমাকর্ষণ হেতু ঐ সমস্ত বাক্য ব্রহ্মপর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র হেতু, সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

"যিনি এই পুরুষসকলের কর্ত্তা, এবং ঐ সমস্ত যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই

বেদিতব্য।” এখানে সন্দেহ এই যে, প্রকৃতির অধ্যক্ষ তন্ত্রোক্ত ভোক্তা জীবই বেদ্যরূপে উপদিষ্ট হইলেন কিম্বা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে ? ইহার উত্তর এই,—এখানে তন্ত্রোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রজ্ঞ বুঝাইবে না বেদান্তৈকবেদ্য সর্ব্বেশ্বর বুঝিতে হইবে। কেন না, এই শব্দের সহচর কর্ম্মশব্দ দ্বারা চিজ্জড়াত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ বোধিত হইয়া উহার কর্ত্তা ঈশ্বরকেও বুঝাইতেছে; সুতরাং যিনি সমস্ত জগতের কারণ, তিনিই বেদ্য ॥ ১৬ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৭ ॥

যদি বল, মুখ্যপ্রাণের ও জীবের লিঙ্গদর্শননিবন্ধন তাঁহাদিগের অন্ততরই গৃহীত হউন্ ? এই আশঙ্কাবিদূরণার্থ কথিত হইতেছে। এখানে মুখ্যপ্রাণাদিলিঙ্গ থাকিলেও জীবাদির গ্রহণ অসম্ভব। কেন না, ইতিপূর্ব্বেই তাদৃশ লিঙ্গ জীবাদিপর না হইয়া ব্রহ্মপররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮ ॥

যদি বল, উক্ত শব্দের সহিত সংযুক্ত কর্ম্মশব্দ ও ব্রহ্মে প্রসিদ্ধ প্রাণসন্দর্ভ হইতে এই সন্দর্ভকে ব্রহ্মপররূপ ব্যাখ্যা করিলেও জীবের কীর্ত্তন হেতু উহাকে কিরূপে ব্রহ্মপর বলি ? প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হইতেও জীবশব্দ দ্বারা ব্রহ্মের গ্রহণ হয় না। এই আশঙ্কানিবারণার্থ কথিত হইতেছে।—জৈমিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্মবোধার্থই জীবের কীর্ত্তন; কেন না, প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হইতেও ব্রহ্ম বুঝাইতেছে ॥ ১৮ ॥

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি পত্নীর নিকট বলিয়াছিলেন,"আত্মাই দ্রষ্টব্য, তিনিই শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।” এখানে সন্দেহ এই যে, যিনি দ্রষ্টব্য, তিনি কি জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা ? ইহার উত্তর এই,—এখানে পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে, তন্ত্রোক্ত জীব নহে। কারণ, পূর্ব্বাপর বিচার করিলে সমস্ত বাক্যের সমন্বয় পরমাত্মাতেই দেখা যায় ॥ ১৯ ॥

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২০ ॥

“আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়” ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাতেও আত্মার পরমাত্মত্বসিদ্ধির লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। আশ্মরথ্য মুনির এই মত ॥ ২ ॥

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

যদি বল যে, আত্মশব্দ দ্বারা এখানে জীব বুঝাইলে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে, উৎক্রমিষ্যমাণ সাধনবিশিষ্ট আসন্ন পরমাত্মলাভ জ্ঞানীর তাদৃশ ভাব নিবন্ধন এবং সর্ব্বপ্রিয়তাবশতঃ উপক্রমগত আত্মশব্দ দ্বারা পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। ঔড়ুলোম এই কথা বলেন ॥ ২১ ॥

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥২২ ॥

জলগর্ভে যেমন সৈন্ধবখণ্ড প্রক্ষেপ করিলে উহা জলের সহিত মিশিয়া যায়, জলে লবণে ভেদ থাকে না, জলের সে অংশ গ্রহণ করা যায়, তাহাই লবণময় বোধ হয়; সেইরূপ এই অপার অনন্ত বিজ্ঞানঘন জীব প্রকৃতির অধ্যাসনিবন্ধন দেহেন্দ্রিয়ভাবে পরিণত ভূতগ্রাম হইতে সঞ্জাত ও তাহাদের সহিত একত্র হইয়া দেবনরাদি আখ্যায় ব্যক্তদশা প্রাপ্ত হন এবং পরে ঐ ভূতগ্রামের লয়েই বিলীন হইয়া থাকেন। এই বাক্যের সমাধানার্থ কথিত হইতেছে।—কাশকৃৎস্ন ঋষি বলিয়াছেন, জলে সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় বিজ্ঞানঘনসংজ্ঞিত জীবেতর ঐ মহাভূত পরমাত্মার অবস্থিতির উপদেশনিবন্ধন মধ্যবর্ত্তী বাক্যও পরমাত্মপররূপেই বুঝিতে হইবে ॥ ২২ ॥

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মই জগতের্ প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান। কেননা, শ্রৌত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুরোধে উহা অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ২৩ ॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতে পরমাত্মারই চিৎস্বরূপ ও জড়স্বরূপে বহু হইবার সঙ্কল্পের উপদেশ দৃষ্ট হয়; সুতরাং পরমাত্মাই উভয়রূপী ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই উভয়রূপত্বকথন দৃষ্ট হয়; সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদানভূত এবং তিনিই উহার নিমিত্তকারণ ॥ ২৫ ॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ৬ ॥

পরমাত্মাই কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপে অভিহিত। কূটস্থত্বাদিধর্ম্মের অবিরোধী পরিণামবিশেষের সম্ভব নিবন্ধন কর্ত্তৃরূপে অবস্থিত পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থের কর্ম্মরূপত্বও অসঙ্গত নহে ॥ ২৬ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে॥ ২৭॥

শ্রুতিতে ব্রহ্মই কর্ত্তা ও যোনিরূপে কথিত হইয়াছেন। কেন না, ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত এই উভয়স্বরূপ। যোনিশব্দ উপাদানবাচী॥ ২৭॥

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ২৮॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে, "ক্ষর প্রধান অমৃত অক্ষর সংহারকর্ত্তা হরই সকলের অধ্যক্ষ। তিনি লোকের ভবরোগের প্রশমন করিয়া রুদ্র নামে কথিত হন।" ইত্যাদি স্থলে রুদ্রাদি শব্দ দ্বারা কি শিবাদি দেবতাবিশেষ বুঝিতে হইবে অথবা ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে? ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—উক্তরূপ সমন্বয়চিন্তন দ্বারা হরাদি শব্দসমূহ ব্রহ্মপররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেন না, সমস্তই তাঁহার নাম॥ ২৮॥

চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

দুর্যুক্তিকদ্রোণজবাণবিক্ষতং,
পরীক্ষিতং যঃ স্ফুটমুত্তরাশ্রয়ং।
সুদর্শনেন শ্রুতিমৌলিমব্যথং,
ব্যধাৎ স কৃষ্ণঃ প্রভুরস্তু মে গতিঃ॥

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ॥ ১॥

সর্ব্বকারণভূত ব্রহ্মে যে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যের সহিত বিরুদ্ধ কি না? এই সন্দেহনিরসনার্থ কথিত হইতেছে।—অবকাশের অভাব-কেই অনবকাশ বলে। অনবকাশ শব্দে বিষয়শূন্যতা বুঝায়। সমন্বয়ের অনু-রোধে বেদান্তে সাংখ্যস্মৃতির নির্বিষয়তারূপ দোষের আপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং বেদান্তের ব্যাখ্যা যথাশ্রুত অর্থের বিপরীতরূপে করা কর্ত্তব্য, এ কথা অসঙ্গত। কেন না, ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিলে ব্রহ্মৈককারণরূপ বেদান্তানুসারিণী মন্বাদি স্মৃতির নির্বিষয়তারূপ দোষ ঘটে। বেদবিরুদ্ধ অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতিকে ব্যর্থ বলিয়া স্থির করাতে কোন দোষ ঘটে না॥ ১॥

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ॥ ২॥

অধিকন্তু ঐ সাংখ্যস্মৃতিতে এমন কতকগুলি বিষয় কথিত হইয়াছে যে, তাহা বেদে দৃষ্ট হয় না॥ ২॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ॥ ৩॥

যোগস্মৃতি দ্বারাই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা উচিত। কেন না, বেদান্তার্থের আশ্রয়েই যোগস্মৃতি বর্ণিত॥ ৩॥

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ॥ ৪॥

যদি বল যে, বেদ আপ্ত কি অনাপ্ত? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যাদি-স্মৃতির ন্যায় বেদের অপ্রামাণ্য অসম্ভব। কেন না, সাংখ্যাদিস্মৃতি হইতে বেদসমূহ বিলক্ষণ। স্মৃত্যাদিতেও ইহার প্রমাণ আছে॥ ৪॥

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

যদি বল, "ঐ তেজ দর্শন করিল" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তিতে বেদের একদেশের যখন অপ্রামাণ্য দৃষ্ট হয়, তখন উহার অপরাপর অংশেরও অপ্রামাণ্য স্বীকার্য্য হউক্ এবং বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে বেদোক্ত ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রভৃতিও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে? ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।- "ঐ তেজ দর্শন করিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে তেজ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে, উহা তেজ প্রভৃতি অভিমানী চেতনদেবতার উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, জড়পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় নাই। তেজ প্রভৃতি শব্দগুলি দেবতার বিশেষণ। অতএব বেদের অনাপ্তত্ব কখনই সম্ভব নহে ॥

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

যদি বল, ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না। বৈরূপ্য নিবন্ধন ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা যায় না। উহার উত্তর এই যে, বিরূপেরও উপাদানোপাদেয়ের অভাব দৃষ্ট হয়। তু শব্দ দ্বারা শঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈরূপ্যনিবন্ধন ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহেন, এ কথা বলাও অসঙ্গত। কেন না, বিরূপ বস্তুদ্বয়েরও উপাদানোপাদেয়ত্ব লক্ষিত হয় ॥ ৬ ॥

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্য বলাতেও দোষ ঘটে না। কেননা, সারূপ্যের প্রতিষেধার্থই পূর্ব্বসূত্রে বৈরূপ্য কথিত হইয়াছে। উহা দ্বারা উপাদান হইতে উপাদেয়ের দ্রব্যান্তরত্ব ব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্য-বিদ্যমানেও ঐক্যনিবন্ধন জগৎকার্য্যকে অসৎ বলা যায় না ॥ ৭ ॥

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মশক্তিক চিজ্জড়াত্মক ব্রহ্ম বিবিধ অপুরুষার্থ ও বিকারের আস্পদ জগতের উপাদান হইলে প্রলয়সময়ে বিকৃত জগতের সংসর্গে তাঁহাতে বিকার ও অপুরুষার্থতার আপত্তি হয়। সুতরাং উপনিষদে যে সমস্ত বাক্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব-নিরবদ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাদিগেরও অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ৮ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

উপরি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ কথিত হইতেছে :—উপাদেয় জগতের

সংসর্গে থাকিলেও উপাদানভূত ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব বিনষ্ট হয় না। কেন না, তদীয় সার্ব্বকালিকী শুদ্ধত্বের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

সাংখ্যদর্শনের অনুসারে যে দোষসমূহ আমাদিগের পক্ষে সম্ভব হইতেছিল, সাংখ্যের নিজমতেও সেই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে। কেন না, ঐ সমস্ত দোষ বলিয়া অন্যত্র নিরস্ত হইয়াছে। উপাদান ও উপাদেয়ের বৈরূপ্য সাংখ্যমতেও লক্ষিত হয়। কেন না, তন্মতে শব্দাদিরহিত প্রধান হইতে শব্দাদিসম্পন্ন জগতের উদ্ভব স্বীকৃত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

পুরুষের বুদ্ধিতে নানাত্ব বিদ্যমান, সুতরাং তর্কসমূহ অপ্রতিষ্ঠিত। ঐ সমস্ত তর্কের প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক উপনিষদ্‌লিখিত ব্রহ্মোপাদানতাই স্বীকার্য্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠগণের তর্ক প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার্য্য নহে। কেন না, কণাদ ও কপিল লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু তাঁহাদেরও পরস্পর মতের বিরোধ দৃষ্ট হয়। সমস্ত তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত, ইহাও বলা যায় না। কেন না, তর্কের অপ্রতিষ্ঠানসাধক তর্কই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, তাহাই স্বীকার্য্য। সমস্ত তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত বলিলে জগদ্ব্যবহারের উচ্ছেদ-প্রসঙ্গ ঘটে ॥ ১১ ॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

পতঞ্জলি ও কপিলাদি বেদবিরোধিগণের ন্যায় কণাদ ও অক্ষপাদাদি বেদবিরোধি দার্শনিকেরাও নিরস্ত হইয়াছেন। কেন না, উভয়পক্ষেই বেদ-বিরোধিত্বরূপ দোষের নিরাকরণের হেতু সমান হইতেছে ॥ ১২ ॥

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যাপত্তি নিবন্ধন অর্থাৎ শক্তিভূত জীব হইতে শক্তিমদ্‌ব্রহ্মের অভেদাপত্তি প্রযুক্ত "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট জীবব্রহ্মের যে ভেদভাব, তাহার বিলোপ হইবে, ইহা ভাবিয়া ব্রহ্মোপাদানকতাকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলা যায় না; কেন না, লৌকিক উদাহরণ দ্বারাই উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

যদি বল যে, উপাদেয় জগৎ উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? ইহার উত্তর এই,--উপাদেয় জগৎ, জীবশক্তিবিশিষ্ট ও প্রকৃতিশক্তিবিশিষ্ট উপাদান-ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। কেন না, বেদবাক্য জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলেন নাই ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

ঘটমুকুট প্রভৃতি উপাদেয়ভাবে মৃৎ-কাঞ্চনাদি উপাদানের যখন প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তখন উপাদান হইতে উপাদেয়ের ভেদ বলা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

এই সম্বন্ধে আরও যুক্তি এই যে, অবরকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির অগ্রে তাদাত্ম্যভাবে উপাদানে সত্তা দৃষ্ট হয়, সুতরাং উপাদান ও উপাদেয় পৃথক্ নহে ॥ ১৬ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

যদি বল যে, "এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না" এই শ্রুতিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে অসত্ত্বের যখন শ্রবণ আছে, তখন উপাদানে উপাদেয়ের অবস্থিতি অযুক্ত। এ কথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, এস্থানে অসদ্ব্যপদেশ দৃষ্ট হইতেছে, উহা ভবদভিমত তুচ্ছত্ব নহে, কিন্তু ধর্ম্মান্তরই বুঝিতে হইবে। উপাদানভাবে ও উপাদেয়ভাবে সংস্থিত একবস্তুরই স্থূলত্বসূক্ষ্মত্বরূপ দুই অবস্থা সৎ ও অসৎ শব্দে বোধিত হয়। এখানে স্থূলত্বধর্ম্ম হইতে সূক্ষ্মতা ধর্ম্ম ভিন্ন। জগৎ সৃষ্টির অগ্রে সূক্ষ্মভাবে সংস্থিত থাকে বলিয়াই উহা অসৎ বলিয়া কথিত হয়। ঐ অসত্তা যে ধর্ম্মান্তর, তাহা বাক্যশেষ দ্বারাই বোধিত হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

অসত্ত্ব যে ধর্ম্মান্তর, তদ্বিষয়ে যুক্তি ও শব্দান্তরই হেতু ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

যেমন পট উৎপন্ন (প্রস্তুত) হইবার অগ্রে সূত্ররূপে অবস্থিতি করে, তদনন্তর ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত সূত্র হইতে উহার অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মশক্তিমান্ ব্রহ্মস্বরূপেই সংস্থিত থাকে, পরে যখন ব্রহ্মের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পায় ॥ ১৯ ॥

যথাচ প্রাণাদিঃ ॥ ২০ ॥

যেমন প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণ ও অপানাদি সংযমিত হইয়াও সেই সময় মুখ্য প্রাণরূপে অবস্থিত হয়, আবার প্রবৃত্তিসময়ে যখন হৃদয়াদি স্থানে মুখ্য প্রাণ অধিষ্ঠিত হয়, তখন ঐ মুখ্য প্রাণ হইতেই স্বীয় অবস্থায় প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রপঞ্চও সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মে তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে, ব্রহ্মের সিসৃক্ষা জন্মিলে তাঁহা হইতেই তখন আবার প্রধান-মহদাদিরূপে প্রকাশ পায় ॥ ২০ ॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

যদি বল যে, জীবের জগৎকর্তৃত্বস্বীকারে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহা করিলে হিতাকরণাদি-দোষের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। প্রধানাদি কার্য্য-সাধন করা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য। গুটীপোকা কৌশেয়-কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, দেহকারাগারনির্ম্মাণে সমর্থ হয় না ॥ ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

ভেদনির্দ্দেশ নিবন্ধন জীব হইতে ব্রহ্মেরই আধিক্য জানিতে হইবে, শঙ্কাচ্ছেদার্থ তুশব্দের প্রয়োগ। উরুশক্তিমত্তা ও ঔৎকর্ষ্যনিবন্ধন জীব হইতে ব্রহ্মেরই আধিক্য হইতেছে ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

প্রস্তরাদির ন্যায় স্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন জীবের স্বকর্তৃকত্ব উপপন্ন হয় না। জীব স্বরূপতঃ চেতনবস্তু সত্য, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যহীন ॥ ২৩ ॥

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥

জীব যে কর্ম্ম করেন, তাহার উপসংহার আছে অর্থাৎ তৎকর্তৃক যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, তাহাই তিনি সম্পাদন করেন; সুতরাং প্রস্তরাদির ন্যায় জীবের অকর্তৃকত্ব কিরূপে বলি? ইহার উত্তর এই যে, জীবে যে কার্য্যোপসংহার দৃষ্ট হয়, তাহার প্রবৃত্তি দুগ্ধের ন্যায়। জীবে দৃশ্যমান কার্য্যোপসংহার তদীয় অস্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন পরমেশ্বরকৃত বলিয়া স্বীকার্য্য ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদিতি লোকে ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পৃথিবীতে যেমন তাঁহাদিগের বর্ষণাদি কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ ঈশ্বর অনুপলভ্যমান হইলেও তাঁহার বিশ্বকর্তৃত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য ॥ ২৫ ॥

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দব্যাকোপো বা ॥ ২৬ ॥

অঙ্গুলী প্রভৃতির দ্বারা তৃণ-উত্তোলনদি কর্ম্মে কৃৎস্ন জীবস্বরূপের কর্তৃত্ব অনুভূত হয় না। জীব কৃৎস্নরূপে প্রবৃত্ত হইলে কৃৎস্নস্বরূপের অপেক্ষা হইত। গুরুভার প্রস্তরাদির উত্তোলনে যেমন চেষ্টা হয়, তৃণোত্তোলনে তাহা হয় না। ঐ সমস্ত কর্ম্ম সামর্থ্যের অংশতঃ অনুভব হয় মাত্র। ঐ সকল কার্য্যে স্বরূপাংশেরও প্রসক্তি বলা অসম্ভব, কেন না, জীবস্বরূপ নিরংশ। উহার অংশ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিরংশত্ব-শ্রুতির ব্যাকোপ হয়। সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্ব অসিদ্ধ হইল ॥ ২৬ ॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

লোকদৃষ্টে দোষ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেন না, শ্রুতিপ্রমাণেই ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব সুসিদ্ধ হইয়াছে, যে বিষয় অবিচন্ত্য শব্দই তাহাতে মূল প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

ঈশ্বরের বিভূতিভূত কল্পতরু ও চিন্তামণি প্রভৃতি হইতে যেমন গজতুরগাদি বিচিত্র সৃষ্টি উৎপত্তি হয়, শব্দপ্রমাণে জানিয়া ইহাতে বিশ্বাস করা যায়, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু হইতে যে দেব-তির্য্যক্ প্রভৃতির সৃষ্টি, শ্রুতিবাক্য হইতেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

যাঁহারা জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষের প্রসঙ্গনিবন্ধন এবং ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে তদ্দোষের নিরাকরণার্থ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব-পক্ষই উপাদেয় ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রবণ নাই, সুতরাং বৈষম্যের আশ্রয় ব্রহ্মের কর্তৃত্ব অযুক্ত। এইরূপ পুর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার মীমাংসা করা হইতেছে।—উপেতা শব্দে প্রাপ্তা অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বশক্তির উপেতা। সূত্রে যে চ শব্দ দৃষ্ট হইতেছে, উহা অবধারণার্থক। শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয়, পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ॥ ৩০ ॥

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তং ॥ ৩১ ॥

যদি বল যে, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়রহিত, তাঁহার কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবে? ইহার উত্তর এই যে,—তাহাও বলিতে পার না, কেননা, ব্রহ্ম যে স্বতই পরশক্তি-সম্পন্ন, শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্মের অনিন্দ্রিয়ত্বেও কর্তৃত্ব হইতে পারে না॥ ৩১ ॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্ম পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার প্রয়োজনের অভাব; সুতরাং তাঁহার প্রবৃত্তিও সঙ্গত হয় না; কারণ, যিনি পূর্ণকাম, তাঁহার স্বার্থে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার মীমাংসা করিতেছেন॥ ৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মের যে ঐপ্রকার প্রবৃত্তি, তাহা কেবল লীলার্থই বুঝিতে হইবে॥ ৩৩ ॥

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্ম সুখদুঃখভোগী মনুষ্যাদির সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাতে বৈষম্যাদি-দোষ ঘটে, তাহাও বলিতে পার না। কেননা, সৃষ্টিকর্ত্তার কর্ম্মাপেক্ষিত্ব নিবন্ধন তাঁহাতে বৈষম্যাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। জীব কর্ম্মফলেই সুখ-দুঃখভোগ করে॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ॥ ৩৫ ॥

প্রলয়ে কর্ম্মের বিভাগ নাই, এমন নহে; সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অনাদি। সুতরাং কর্ম্মদ্বারা বৈষম্যাদি পরিহৃত হয় না, ইহাও বলিতে পারা যায় না। শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মকর্তৃক কর্ম্মবিভাগের সম্ভাবনা আপাততঃ অনুমিত হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মের ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের অনাদিত্বস্বীকারেই উহা পরিহৃত হইয়াছে॥৩৫॥

উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ॥ ৩৬॥

যদি বল যে, ব্রহ্মে ভক্তরক্ষণ ও তদ্বাসনানিবারণরূপ বৈষম্য ঘটে কি না? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মের ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য স্বতই উপপন্ন হইতেছে। তিনি ভক্তবৎসল। ভগবানের ঐপ্রকার বৈষম্য গুণ বলিয়াই গণনীয়॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ২৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

অধিকন্তু বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্ব্বধর্ম্মই অচিন্ত্য পরমেশ্বরে উপপন্ন হইতেছে ; সুতরাং ভক্তপক্ষপাতরূপগুণ জ্ঞানীর আদরণীয় ॥ ২৭ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়—প্রথমপাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমি যং সাক্ষাৎ শঙ্করোপমঃ।
সর্ব্বেষাং পরমার্ষশ্চ সাংখ্যযুক্তিবিশারদঃ ॥

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

যদি বল যে, প্রধানকেই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদান করা যাউক্? ইহার উত্তর এই যে, তাহা বলিতে পারা যায় না। জগতের রচনা অদ্ভুত প্রধান (প্রকৃতি) অচেতন। চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রধানকে জগতের উপাদান বলা অসঙ্গত।

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তে যদি প্রধানের উপাদানত্ব স্বীকার কর, তাহাও হইতে পারে না। চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি সঙ্গত হয় ॥ ২ ॥

পয়োঽম্বুবচ্চেতি তত্রাপি ॥ ৩ ॥

যদি বল যে, দুগ্ধ যেমন স্বতই দধিতে পরিণত হয়, মেঘবিমুক্ত জল যেমন একরস হইয়াও আম্রাদিফলবিশেষে মধুরাম্লাদি নানারসে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্মবৈচিত্র্যানুসারে এক প্রধানই দেহভুবনাদিরূপে পরিণত হইতেছে! ইহার উত্তর এই যে,—চেতনের অধিষ্ঠানবশতই অচেতন বস্ত দুগ্ধও দধি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩ ॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধানব্যতিরিক্ত হেত্বন্তরের অনবস্থিতি উপেক্ষিত হইতেছে, সুতরাং কেবল প্রধানেরই নিজ পরিণামকর্ত্তৃত্বের নিরাস হইল ॥ ৪ ॥

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

যদি বল, তৃণপল্লবাদি যেমন গবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া স্বতই দুগ্ধাকারে

পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও মহদাদিতত্ত্বাকারে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই—অন্যত্র দুগ্ধাকারে পরিণামের অভাব প্রযুক্ত তৃণাদির স্বতঃ পরিণাম বলা অসঙ্গত ॥ ৫ ॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

যদি প্রধানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি স্বীকার কর, তাহাতে কোন ফল দৃষ্ট হয় না ॥ ৬ ॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ॥ ৭ ॥

জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। পঙ্গু গতিশক্তিহীন সত্য, কিন্তু তাহার পথদর্শন ও তদুপদেশাদি-সামার্থ্য আছে এবং অন্ধ দর্শনশক্তিহীন হইলেও পঙ্গুপ্রদত্ত উপদেশাদি-গ্রহণের সম্ভব আছে; আর অয়স্কান্তপ্রস্তরের লৌহসামীপ্যাদিও সম্ভব হয়; কিন্তু নির্ম্মল নিষ্ক্রিয় পুরুষের কোন বিকারই নাই ॥ ৭ ॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

গুণের উৎকর্ষাপকর্ষপ্রযুক্ত অঙ্গাঙ্গিভাব হেতু বিশ্বসৃষ্টিবাদীর পক্ষ নিরস্ত হইতেছে। গুণের অঙ্গিত্বই অনুপপন্ন; সুতরাং ঐ প্রকার পক্ষ অসঙ্গত। সত্ত্বাদিগুণের সাম্যভাবে অবস্থিতিকেই প্রধানাবস্থিতি বা প্রধানাবস্থা কহে। তাদৃশী অবস্থায় গুণসমূহ স্বরূপনিরপেক্ষ থাকে বলিয়া একটী আর একটীর অঙ্গী হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

কার্য্যের অনুরোধে গুণ বিচিত্রস্বভাব হয়, এরূপ অনুমান করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষের নিরাস হয় না। কেননা, গুণসমূহের জ্ঞাতৃত্বস্বভাবের অভাব হইয়া পড়ে ॥ ৯ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্তর বিরোধ প্রযুক্ত কাপিলদর্শনের সামঞ্জস্য থাকিতেছে না। মুমুক্ষুগণ কাজেই উক্ত দর্শনে শ্রদ্ধাত্যাগ করিবেন। ঐ দর্শনে একবার প্রকৃতির ভোগকর্ত্তা পুরুষকে শরীরাদিব্যতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার জ্ঞাতৃত্বভোক্তৃত্বাদিশূন্য বলা হইয়াছে। পরিশেষে আবার বন্ধমোক্ষগুণ পুরুষের

নহে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির সংসর্গ হেতু পুরুষ বন্ধনপ্রাপ্ত হন, ইহাও কথিত হইয়াছে; সুতরাং বহুবিধ বিরোধ দৃষ্ট হয়॥ ১০॥

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং॥ ১১॥

পরমাণু দ্বারা জগতের সৃষ্টি, এ কথা যুক্ত কি অযুক্ত, এক্ষণে তাহারই মীমাংসা হইতেছে:—হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তিবৎ তার্কিকদিগের সমস্তমতই বিরুদ্ধ। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে পৃথিব্যাদির উদ্ভব বলিলেও উক্ত ক্রিয়া বিরুদ্ধ হয়। অবয়বরহিত দ্ব্যণুক হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুকের উদ্ভব অসঙ্গত॥ ১১॥

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ॥ ১২॥

পরমাণুক্রিয়াজন্য পরমাণুসংযোগ হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদিক্রমে তার্কিকগণ জগতের উদ্ভব বর্ণন করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, ঐ পরমাণুর ক্রিয়া পরমাণু-গত অদৃষ্ট হইতে কিম্বা আত্মগত অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন?—আত্মগত ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য অদৃষ্টের পরমাণুগততা হেতু প্রথমপক্ষ অসঙ্গত। আত্মগত অদৃষ্টদ্বারা পরমাণুগত ক্রিয়ার উদ্ভব সম্ভব হয় না, সুতরাং শেষপক্ষও সঙ্গত হইতেছে না; অতএব উভয়থাই আত্মক্রিয়াজনক অদৃষ্ট অসঙ্গত॥ ১২॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ॥ ১৩॥

সমবায় স্বীকার করিলেও অসামঞ্জস্য ঘটে। সাম্যই ঐ অসামঞ্জস্যের কারণ॥ ১৩॥

নিত্যমেব চ ভাবাৎ॥ ১৪॥

সমবায়ের নিত্যতা স্বীকার করিলে তৎসম্বন্ধি জগতের অনিত্যতাপ্রসঙ্গ হয়; সুতরাং উক্ত মত অসমঞ্জস॥ ১৪॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ॥ ১৫॥

অধিকন্তু পার্থিব, আপ্য, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুসমূহের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শবিশিষ্টত্বের অঙ্গীকার হেতু উহাদিগের নিত্যত্ব, নিরবয়বতা প্রভৃতির বিপর্য্যয় হয়। কেন না, রূপাদিযুক্ত ঘটাদি পদার্থে অনিত্যতাই লক্ষিত হয়। এই প্রকার স্বীকার ও পরিহার হইতে উক্ত মত অসমঞ্জস হইতেছে॥ ১৫॥

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

উভয়থাই অপরিহার্য্য দোষ হেতু উক্ত মত শ্রদ্ধেয় হয় না ॥ ১৬ ॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

ইহার কোন অংশই কোন শিষ্টজন গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং ইহার অপেক্ষা করাও শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৭ ॥

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

এই যে উভয়সংঘাতহেতুক দ্বিবিধ সমুদায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎস্বীকার করিলেও তাহার অপ্রাপ্তি অসিদ্ধি হয়। অতএব তৎকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১৮ ॥

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

প্রত্যয় শব্দ হেতুবাচক। অবিদ্যা প্রভৃতির পরস্পর হেতুনিবন্ধন সংঘাত। উপপন্নই হইতেছে, এই প্রকার যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। কেন না, ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তরোত্তরের উৎপত্তিমাত্রের প্রতি কারণ হয়, কিন্তু সংঘাতের প্রতি নিমিত্ততা লক্ষিত হয় না। অতএব সৌগতমত সঙ্গত হইতেছে না। ॥ ১০ ॥

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্তসূত্র হইতেই অনুবর্ত্তিত হইবে। ক্ষণভঙ্গবাদিগণ মনে করে, উত্তর-ক্ষণোৎপত্তিতে পূর্ব্বক্ষণ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা বলিলেও অবিদ্যাদির পরস্পর হেতুত্বে হেতু-হেতুমদ্ভাব স্থাপন অসম্ভব। কেন না, পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী নিরুদ্ধকারণের নিরুপাখ্যত্বের অনুপপত্তি হয় ॥ ২০ ॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২১ ॥

উপাদনের অসত্তাতেও যদি উৎপত্তিস্বীকার কর, তাহা হইলে স্কন্ধরূপ হেতু হইতে সমুদায়ের উদ্ভব হয়, এই যে প্রতিজ্ঞা, সে প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হয়। অধিকন্তু তাহা হইলে সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রব্যই উৎপন্ন হইতে সক্ষম হইত; অতএব অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অস্বীকার্য্য ॥ ২১ ॥

প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥

ভাবসমূহের বুদ্ধিপূর্ব্বক ধ্বংসকে প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং তদ্বৈপরীত্যকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কহে। আবরণাভাবের নামই আকাশ। এই তিনটীই

শূন্য। এতদ্ব্যতীত আর সমস্তই ক্ষণিক। সদ্‌বস্তুর নিরন্বয়নাশের অভাব বশতঃ ঐ নিরোধদ্বয়ের অসম্ভব হইতেছে। অবস্থান্তরাপত্তিই সদ্‌বস্তুর উদ্ভব। ধ্বংসও অবস্থাশ্রয়। এক বস্তুই স্থায়ী। সদ্‌বস্তুর বিনাশশূন্যত্ব হইলে ক্ষণান্তরে বিশ্বকে শূন্য দৃষ্ট হইত, কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন যাঁহারা দীপের ন্যায় ঘটাদির নিরবশেষে বিনাশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতও অস্বীকার্য্য॥ ২২॥

উভয়থা চ দোষাৎ॥ ২৩॥

বৌদ্ধেরা সংসারকারণ অবিদ্যাদির নিরোধকেই যে মোক্ষ বলেন, তাহা তত্ত্বজ্ঞানজন্য নহে। কেন না, তাহা হইলে অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধের স্বীকার বিফল হয়। দ্বিতীয়পক্ষও অসঙ্গত। কেন না, আপনা হইতে মোক্ষ হয় বলিলে সাধনোপদেশ মিথ্যা হয়। সুতরাং বৌদ্ধাভিমত মোক্ষও অসিদ্ধ॥ ২৩॥

আকাশে চাবিশেষাৎ॥ ২৪॥

আকাশে যে শূন্যতা অভিমত হইয়াছে, অবিশেষ নিবন্ধন তাহাও অসম্ভব॥ ২৪॥

অনুস্মৃতেশ্চ॥ ২৫॥

পূর্ব্বানুভূতদন্যবিষয়িণী বুদ্ধিকে অনুস্মৃতি কহে। অনুস্মৃতি শব্দ দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা বুঝায়। সংসারের সকল দ্রব্যেরই অনুস্মৃতি অনুসন্ধিত হইয়া থাকে; সুতরাং ভাবপদার্থ ক্ষণিক হইতে পারে না॥ ২৫॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ॥ ২৬॥

অদৃষ্টবশতঃ অসতের পীতাদি আকার জ্ঞানে অবস্থিতি করে, ইহাও অসম্ভব॥ ৩৬॥

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ॥ ২৭॥

ভাবপদার্থকে যদি ক্ষণিক বলা যায়, তাহা হইলে অসৎ হইতে সতের উদ্ভব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে উপায়হীন উদাসীনের উপেয়সিদ্ধি স্বীকার করিতে হয়॥ ২৭॥

নাভাব উপলব্ধেঃ॥ ২৮॥

যদি বল যে, সকল পদার্থকেই জ্ঞানাত্মক বলা উচিত কি না? ইহার

উত্তর এই যে, প্রতিনিয়তই যখন উপলব্ধ হইতেছে, তখন বাহ্যবস্তু যে নাই, ইহা বলা যায় না। ॥ ২৮ ॥

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

যদি বল যে, বাহ্য অর্থ ব্যতিরেকে বাসনাহেতুক জ্ঞানবৈচিত্র্য দ্বারা স্বপ্নে যেমন ব্যবহার হয়, তদ্রূপ ব্যবহার জাগ্রত অবস্থাতে হউক্ না কেন? ইহার উত্তর এই যে, পরস্পর বৈধর্ম্ম্যহেতু স্বাপ্নিক ও জাগ্রত ব্যবহারের একরূপতা স্বীকার করা যায় না। কেন না, স্বপ্নের ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ॥ ২৯ ॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

অনুপলব্ধি নিবন্ধন বাসনার সত্তাই অস্বীকার্য্য ॥ ৩০ ॥

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বপক্ষীর মতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক। যদি তাহা হয়, তবে বাসনার আশ্রয়স্বরূপ স্থিরবস্তুর বিদ্যমানতা থাকে না ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥

মাধ্যমিকের মতে শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। যদি বল যে, উহা যুক্ত কি অযুক্ত? ইহার উত্তর এই যে, অনুপপত্তি হেতু উহা অযুক্ত। এই শূন্যভাব, অভাব ও ভাবাভাব, এই তিনটীর কোনটীই প্রতিপাদন করা যায় না ॥ ৩২ ॥

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

যদি জিজ্ঞাসা কর যে, আর্হতোক্ত জীবাদি পদার্থ যুক্ত কি অযুক্ত? ইহার উত্তর এই যে, অসম্ভাবনা হেতু এক পদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ নিতান্তই অসম্ভব ॥ ৩৩ ॥

এবং চাত্মাকাৎস্ন্যম্ ॥ ৩৪ ॥

একই পদার্থে সত্তাসত্তাদি বিরুদ্ধধর্ম্মের যোগ যেমন দোষাবহ, আত্মার অকাৎস্ন্যই সেইরূপ ॥ ৩৪ ॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

জীবের অনন্তাবসরত্ব স্বীকার পূর্ব্বক বালক-যুবাদির দেহ কিম্বা হস্ত্যশ্বাদির দেহপ্রাপ্তিতে তাহার অবয়বের অপগম ও উপগমরূপ বৈপরীত্য দ্বারা তত্তদ্দেহ-

পরিমিতত্বের সামঞ্জস্য জ্ঞান করাও অযুক্ত। কেন না, তাহাতে জীবের বিকারাদি অপরিহার্য্য হয়। এই প্রকার বলিলে জীবের বিকার, অনিত্যতা, কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম নিবারণ করা যায় না। জীবের বিকারাদি সম্ভবে না, একথাও বলা যায় না; কেন না, জীবের মুক্তিকালীন পরিমাণজন্যত্ব ও অজন্যত্বাদি বিকল্পহেতু অনিত্য॥ ৩৫॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ॥ ৩৬॥

উভয় অবস্থারই নিত্যভাবশতঃ মোক্ষাবস্থার অবিশেষ হইতেছে॥ ৩৬॥

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ॥ ৩৭॥

শৈব, সৌর ও গাণপত্য, ইহারা পাশুপত-সম্প্রদায়। ইহাদের মতে কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচটী পদার্থ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পাশুপতাদি সিদ্ধান্ত যুক্ত কি না? ইহার উত্তর এই যে, অসামঞ্জস্য হেতু সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। পশুপতি প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিবোধক বাক্যসমূহ বেদাদিশাস্ত্রের অবিরোধে নারায়ণপররূপেই সঙ্গমনীয় হইতেছে॥ ৩৭॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ॥ ৩৮॥

সম্বন্ধের অনুপপত্তিহেতু ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কেন না, ঈশ্বর দেহরহিত। কুলালাদি শরীরবিশিষ্ট। কুলালাদির সঙ্গেই মৃত্তিকাদির সম্বন্ধ। তাদৃশ কুলালাদি দ্বারাই ঘটাদি প্রস্তুত হয়॥ ৩৮॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ॥ ৩৯॥

অধিষ্ঠানের অনুপপত্তি হেতুও ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। ঈশ্বর দেহবর্জ্জিত। যাঁহার দেহ আছে, তাঁহার অধিষ্ঠানই সম্ভব॥ ৩৯॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ॥ ৪০॥

এ কথা যদি বল যে, দেহবর্জ্জিত জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয় যেমন অধিষ্ঠান হয়, ঈশ্বরেরও সেইরূপ প্রধানই অধিষ্ঠান হইয়া থাকেন। ইহার উত্তর এই যে, প্রলয়সময়ে প্রধান বিদ্যমান থাকেন। ইন্দ্রিয়বৎ তিনি ক্রিয়ার সাধন। তাঁহাকে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, এ কথা বলা সম্ভবে না।

কেন না, তাহা বলিলে ঈশ্বরের ভোগাদিপ্রসঙ্গ হয়। করণস্থানীয় প্রধানের স্বীকারে ও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির প্রাপ্তিতে ঈশ্বরের সুখদুঃখাদিভোগে অনীশ্বরত্ব ঘটিয়া উঠে॥ ৪০॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা॥ ৪১॥

যদি এ কথা বল যে, অদৃষ্টানুরোধে ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ দেহাদি কল্পনা করিলে ক্ষতি কি? ইহলোকে ঐ প্রকারই ত দৃষ্ট হয়। পুণ্যবান্ রাজা সর্ব্বশরীর-ধারী। তাঁহারা আপনাপন অধিষ্ঠানভূত রাজ্যের অধীশ্বর। তদ্বিপরীতধর্ম্মী কদাচ রাজা হয় না। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—ঐ প্রকার বলিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের শরীরাদিসম্বন্ধঘটিতত্ব, অন্তবত্ত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞতা ঘটে। যে ব্যক্তি কর্ম্মের অধীন, সে কদাচ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না॥ ৪১॥

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ॥ ৪২॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্॥ ৪৩॥

শক্তিবাদেও বেদবিরুদ্ধ অনুমান দ্বারা শক্তির কারণতা কল্পিত হয়। অতএব এ বিষয়েও লৌকিক যুক্তিপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। অতএব শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে॥ ৪২-৪৩॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তৎপ্রতিষেধঃ॥ ৪৪॥

যদি পুরুষকে নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট বল, তাহা হইলে এই মত ব্রহ্ম-বাদেরই অন্তর্ভূত হয়। কেন না, ব্রহ্মবাদে তাদৃশ পুরুষ হইতেই জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি স্বীকৃত হয়॥ ৪৪॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ॥ ৪৫॥

শক্তিবাদ তুচ্ছ; কেন না, উহা সর্ব্বশ্রুতিযুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব যাঁহারা মঙ্গলকামনা করেন, দোষকণ্টকবহুল সাংখ্যাদিমার্গ ত্যাগ করিয়া বেদান্তমার্গ অবলম্বন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য॥ ৪৫॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ব্যোমাদিবিষয়াং গোতিবি মতিং বিজহাম যঃ।
স তাং মদ্বিষয়াং ভাস্বান্ কৃষ্ণঃ প্রণিহনিষ্যতি॥

ন বিয়দশ্রুতেঃ॥ ১॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে, এই বিশ্ব পূর্ব্বে সৎ ছিল, তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক সংকল্প করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, প্রজা সৃষ্টি করিব; তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন, জল সৃষ্টি করিলেন, অন্ন সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি। এখন সন্দেহ এই যে, আকাশের উৎপত্তি আছে কি না? আকাশের উৎপত্তি নাই, ইহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।— শ্রুতিপ্রকরণের অসম্ভাব হেতু আকাশের উৎপত্তি অস্বীকার্য্য। আকাশ নিত্য, উৎপত্তিরহিত। আকাশের উৎপত্তিপক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ নাই॥ ১॥

অস্তি তু॥ ২॥

উপরিলিখিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, আকাশের উৎপত্তি আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশের উৎপত্তি উক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রমাণ আছে যে, ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তি হইয়াছে॥ ২॥

গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ॥ ৩॥

পুনর্ব্বার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, অসম্ভাবনা হেতু আকাশের নিত্যতাসূচক বাক্যসমূহ গৌণ বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ ৩॥

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ॥ ৪॥

যদি এরূপ বলা যায় যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতির একই সম্ভূত শব্দ অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যভাবে অনুবর্ত্তমান হইয়া আবার আকাশে কি প্রকারে গৌণ-ভাবে অনুবৃত্ত হইতে পারে? উহার উত্তর এই যে, একই ব্রহ্মশব্দবৎ মুখ্য-ভাবে ও গৌণভাবে সম্ভব হইতেছে॥ ৪॥

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ॥ ৫॥

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ বলা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের অব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা শ্রুতিপ্রতিপাদ্য॥ ৫॥

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ॥ ৬॥

বাচকের অভাবে এখানে কি প্রকারে আকাশের উৎপত্তি বলা যায়? এ

কথা বলিলে তাহার উত্তর এই যে, লৌকিকবৎ শ্রুতিতেও বিকার পর্য্যন্তই বিভাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৭ ॥

এই যে আকাশের ব্যাখ্যা করা হইল, ইহা দ্বারা বায়ুও ব্যাখ্যাত হইল। আকাশের কার্য্যত্ববর্ণনে তদাশ্রিত বায়ুরও কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৭ ॥

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ৮ ॥

এখন সন্দেহ এই যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মও উৎপন্ন হন কি না? মহদাদি-কারণসমূহেরও যখন উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মেরও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, তিনি কারণ হইতে বিশেষ নহেন। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলা যাইতেছে যে, অনুপপত্তি হেতু সৎস্বরূপ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব; সুতরাং সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৮ ॥

তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ৯ ॥

শ্রুতিতে বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি লিখিত আছে ॥ ৯ ॥

আপঃ ॥ ১০ ॥

অগ্নি হইতে জলের উদ্ভব। শ্রুতির বচন এইরূপ ॥ ১০ ॥

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১১ ॥

যদি বল যে, শ্রুত্যুক্ত অন্ন শব্দ দ্বারা যবাদি বোধিত হউক। ইহার উত্তর এই যে, অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতে অন্ন শব্দে পৃথিবী বুঝায় ॥ ১১ ॥

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১২ ॥

সেই ব্রহ্মের সংকল্প হইতেই যখন প্রধানাদি তত্ত্বসমূহের উদ্ভব,তখন তিনিই কারণ ॥ ১২ ॥

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ ১৩ ॥

বিপর্য্যয়ে যে ক্রম দৃষ্ট হয়, তাহাও তৎকারণত্বেই উপপন্ন হইতেছে ॥ ১৩ ॥

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৪ ॥

সহপাঠরূপ লিঙ্গ হইতে অন্তরালে বিজ্ঞান ও মনের ক্রমে সর্ব্বতত্ত্বের সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উদ্ভব নিশ্চয় করা যায় না, এ কথাও সঙ্গত নহে। কেন না, তদ্বিষয়ে শ্রুতিসমূহের কিছু বিশেষ নাই ॥ ১৪ ॥

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোঽভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ॥১৫

এইরূপে যদি সর্ব্বেশ্বর হরিই সর্ব্বাত্মক হন,তাহা হইলে চরাচরবাচী সমস্ত শব্দেরই তদ্বাচকতাপত্তি হইতেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত শব্দের হরিবাচকতা দৃষ্ট হয় না, উহারা চরাচরেই মুখ্যভাবে উৎপন্ন। তৎস্বীকারে ঐ সমস্ত শব্দের সর্ব্বেশ্বরে গৌণীপ্রবৃত্তি হয়, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, তদ্ভাবভাবিত্ব নিবন্ধন চরাচরব্যপাশ্রয় তদ্ব্যপদেশ গৌণ না হইয়া মুখ্যই হইবে॥ ১৫॥

নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ॥ ১৬॥

যদি বল যে, আত্মার উৎপত্তি আছে কি না? ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে আত্মার নিত্যতাশ্রবণ নিবন্ধন উহার উৎপত্তি অস্বীকার্য্য॥ ১৬॥

জ্ঞোঽত এব॥ ১৭॥

যদি বল যে, জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ কিম্বা জ্ঞাতৃস্বরূপ? ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতিপ্রমাণ নিবন্ধন জীবের জ্ঞানস্বরূপত্ব বিদ্যমানেও জ্ঞাতৃস্বরূপত্ব স্বীকার্য্য। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপত্বসত্ত্বেও উহার জ্ঞাতৃস্বরূপতা বলিতে হইবে। শ্রুতি-স্মৃতিতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়॥ ১৭॥

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং॥ ১৮॥

অতঃপর জীবের পরিমাণবিচার হইতেছে। যদি বল, জীব বিভু কি অণু?—উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি দর্শন হেতু জীবের অণুত্বই স্বীকার করিতে হইবে॥ ১৮॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ॥ ১৯॥

আত্মার সহিত গতি ও আগতির সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে॥ ১৯॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ॥ ২০॥

মহৎ পরিমাণের শ্রবণ নিবন্ধন জীব অণু নহেন, ইহাও বলা অসঙ্গত। কেন না, মহৎ পরিমাণের উক্তি জীবাধিকারে নহে, উহা পরমাত্মাধিকারে বুঝিতে হইবে॥ ২ ॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ॥ ২১॥

অণুত্ববাচী শব্দ এবং অণুপরিমাণের উল্লেখ হইতেও এই প্রকার কথিত হয়॥ ২১॥

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২২ ॥

জীব যদি অণুরূপ হইল, তাহা হইলে সকল দেহে তাহার উপলব্ধি বিরুদ্ধ হউক্। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিতেছেন।—চন্দনবৎ অবিরোধ বুঝিতে হইবে। যেমন হরিচন্দনবিন্দু একদেশগত হইয়াও সর্ব্বদেহের আনন্দপ্রদরূপ উপলব্ধি হয়, জীবও সেইরূপ। জীব একদেশস্থ হইলেও সর্ব্বশরীরব্যাপী বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২৩ ॥

অবস্থিতির বৈষম্য নিবন্ধন দৃষ্টান্তের বৈষম্য বলা অযুক্ত। কেন না, জীবেরও হৃদয়ে স্থিতি স্বীকার্য্য ॥ ২৩ ॥

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৪ ॥

জীব স্বীয় গুণে আলোকবৎ শরীরব্যাপী হন ॥ ২৪ ॥

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গুণসমূহ গুণীর স্থান হইতে পৃথক্ স্থলে অবস্থান করে। অধুনা তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—গন্ধের ন্যায় ব্যতিরেকও স্বীকার করিতে হয়। শ্রুত্যাদিতেও ইহার প্রমাণ আছে ॥ ২৫ ॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৬ ॥

পৃথক্ উপদেশ হেতু জীবের নিত্যজ্ঞান স্বীকার্য্য হয় ॥ ২৬ ॥

তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২৭ ॥

তদ্গুণসারত্ব নিবন্ধন প্রাজ্ঞশব্দের ন্যায় জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানস্বরূপে ব্যপদিষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রমাণবলে যাবদাত্মভাবিত্ব নিবন্ধন জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞাতৃত্ব নির্দ্দেশ দোষজনক হয় না ॥ ২৮ ॥

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২৯ ॥

পুংস্ত্বাদিবৎ সুষুপ্তিতে যাহা থাকে, জাগরণে তাহার অভিব্যক্তি হয় সুতরাং উহা নিত্য ॥ ২৯ ॥

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা॥ ৩০ ॥

অন্যথা নিত্য উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির প্রসঙ্গের অন্যতর নিয়ম অথবা প্রতিবন্ধ ঘটিয়া থাকে॥ ৩০ ॥

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্রার্থবত্তা নিবন্ধন জীবই কর্ত্তা বলিয়া যুক্ত॥ ৩ ॥

বিহারোপদেশাৎ॥ ৩২ ॥

বিহারের উপদেশ নিবন্ধন জীবেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার্য্য॥ ৩২ ॥

উপাদানাৎ॥ ৩৩ ॥

উপাদান হইতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে॥ ৩৩ ॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ॥ ৩৪ ॥

ক্রিয়াতে মুখ্যরূপে ব্যপদেশ নিবন্ধন জীবেরই কর্ত্তৃত্ব স্থির হয়, নচেৎ নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় হইয়া পড়ে॥ ৩৪ ॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বকথিত উপলব্ধিবৎ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে কর্ম্মের অনিয়ম হইয়া থাকে॥৩৫॥

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ॥ ৩৬ ॥

উহাতে শক্তিরও বিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং উহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না॥ ৩৬ ॥

সমাধ্যভাবাচ্চ॥ ৩৭ ॥

উহাতে সমাধিরও অভাব হয়, সুতরাং উহা স্বীকার্য্য নহে॥ ৩৭ ॥

যথা চ তক্ষোভয়থা॥ ৩৮ ॥

সূত্রধর যেমন উভয়বিধরূপেই কর্ত্তা, ইহাও সেইরূপ॥ ৩৮ ॥

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতিপ্রমাণসদ্ভাব নিবন্ধন জীবের কর্ত্তৃত্ব পরায়ত্ত বুঝিতে হইবে॥ ৩৯ ॥

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ॥ ৪০ ॥

বিধি ও নিষেধের বৈয়র্থ্যাদি হইতে কৃতপ্রযত্নাপেক্ষ পরমেশ্বরের অধীনেই জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার্য্য হয়॥ ৪০ ॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥

মুখ্য প্রাণও আকাশাদিবৎ উৎপন্ন হয়। দেহের স্থিতির কারণ বলিয়া প্রাণ শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ ॥

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

পৃথক্ উপদেশ নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ প্রাণশব্দে বায়ু কিম্বা তাহার স্পন্দনরূপ ক্রিয়া এই উভয়ের কিছুই বোধিত হয় না ॥ ৯ ॥

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥

অনুশাসন নিবন্ধন প্রাণকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৎ জীবের উপকারী হয় ॥১০॥

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥

অকরণত্ব নিবন্ধন কোন দোষ হয় না। শ্রুতিতেও এই প্রকার দৃষ্ট হয় ॥১১

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ১২ ॥

প্রাণাদি পঞ্চ উহারই বৃত্তিভেদ। মনোবৎ ভেদব্যপদেশমাত্র ॥ ১২ ॥

অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥

প্রাণ অণুই ॥ ১৩ ॥

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই উহাদিগের মুখ্যপ্রবর্ত্তক ॥ ১৪ ॥

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥

প্রাণযুক্ত জীব ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ॥ ১৫ ॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

উক্ত অধিষ্ঠানের নিত্যতা নিবন্ধন পরমেশ্বরেরই মুখ্য অধিষ্ঠান স্বীকার্য্য ॥১৬॥

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥

তদ্ব্যপদেশ নিবন্ধন প্রাণশব্দে মুখ্যেতর ইন্দ্রিয় বোধিত হইবে ॥ ১৭ ॥

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

ভেদশ্রুতি হইতেই উহাদিগের তত্ত্বান্তরতা নির্দ্দিষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥

প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, তাহাও ঐ প্রকার সিদ্ধান্তের অন্য কারণ ॥ ১৯ ॥

ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই সংজ্ঞামূর্ত্তি কর্ত্তৃত্ব-উপদেশ হয়; সুতরাং উক্ত পূর্ব্বপক্ষ যুক্তিসঙ্গত নহে ॥ ২০ ॥

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥

মাংসাদি ভৌম, অন্য দুইটী আপ্য ও ও তৈজস। শব্দ হইতে উহা নির্ণীত হইবে ॥ ২১ ॥

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২২ ॥

আধিক্য নিবন্ধনই ভেদব্যপদেশ বুঝিতে হইবে ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

ন বিনা সাধনৈর্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ ।
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ ॥

তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং ॥১॥

প্রশ্ন ও উত্তর এই উভয়ের দ্বারা সূক্ষ্ম ভূতের সহিত দেহান্তরপ্রাপ্তি প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

জলের ভূতত্রয়াত্মকত্বা ও বহুলতা নিবন্ধন উহা সঙ্গত ॥ ২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

প্রাণের গতিনিবন্ধনও অন্যান্য ভূতের গতি জ্ঞাতব্য ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

শ্রুতিতে অগ্ন্যাদির গতি কথিত আছে; সুতরাং ভূতসমূহের গতিস্বীকার অসঙ্গত; কেন না, ঐ সমস্ত শ্রুতি গৌণ ॥ ৪ ॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

প্রথম আহুতিতে জলের অশ্রুতি নিবন্ধন জলাদি ভূতের সহিত জীবের গতি সিদ্ধ হয় না, এ কথা বলিতে পার না; কেন না, প্রথম আহুতিতে ঐ সমস্ত জলাদি ভূতই শ্রদ্ধাশব্দ দ্বারা কথিত হইয়াছে, এই প্রকার উপপত্তি লক্ষিত হয় ॥ ৫ ॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥

ইষ্টাদি কার্য্যের অনুষ্ঠায়ীসকলের তাদৃশী প্রতীতি নিবন্ধন শ্রুতিপ্রামাণ্যের অসদ্ভাব বলিয়া জলই গমন করে, উহার সহিত জীবও গমন করে, ইহা বলা না হউক্, এপ্রকার আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকরী ॥ ৬ ॥

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

জীবের ভাক্ত (অন্নত্ব) গৌণ। আত্মজ্ঞানের অভাবনিবন্ধনই জীবের তাদৃশভাবপ্রাপ্তি হয়। শ্রুতিতেও ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৭ ॥

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং ॥ ৮ ॥

ফলোন্মুখ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই জীব যে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত পুনরাগত হন, ইহা শ্রুতিস্মৃতিনির্দ্দিষ্ট ॥ ৮ ॥

যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৯ ॥

যে প্রকারে গমন, সেই প্রকারেই পুনরাগমন, কোন কোন সময়ে অন্য-প্রকারও হয় ॥ ৯ ॥

চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ১০ ॥

শ্রুতিতে চরণশব্দ আছে; এই জন্য কর্ম্মাবশেষ হইতে যোনিপ্রাপ্তি ঘটে, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, এ কথা বলাও অসঙ্গত। কেননা, কার্ষ্ণাজিনি মুনির মতে চরণ শব্দে অনুশয় উপলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১১ ॥

কর্ম্মের সর্ব্বার্থহেতুতা নিবন্ধন আচারের বৈফল্য ও পূর্ব্বকথিত বিধি ব্যর্থ হউক, এ কথা বলাও অসঙ্গত। কেমনা, কর্ম্ম আচারসাপেক্ষ ॥ ১১ ॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১২ ॥

বাদরি মুনির মতে চরণশব্দে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই বোদ্ধব্য ॥ ১২ ॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতং ॥ ১৩ ॥

ইষ্টাদিকারীবৎ অনিষ্টাদিকারীও চন্দ্রলোকে গমন করে, এরূপ শ্রুতি আছে ॥ ১৩ ॥

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্‌গতিদর্শনাৎ ॥১৪॥

অনিষ্টাদিকারীর সংযমন নামক যমপুরে গতি হয় এবং তথায় যমদণ্ড-ভোগের পর পুনরায় এইখানে আগমন করে; সুতরাং উহাদিগেরও আরোহণ অবরোহণ প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ১৪ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১৫ ॥

স্মৃতিতেও ঐরূপ উক্ত আছে ॥ ১৫ ॥

অপি সপ্ত ॥১৬॥

নরক সাতটী। পাপীরা সেই নরকে ফলভোগ করে ॥ ১৬ ॥ *

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৭ ॥

যমাদির দণ্ডদাতৃত্ব ঈশ্বরপ্রযোজ্য, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বনিয়মনোক্তির বাধা হয় না। ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া যমাদিরা দণ্ড প্রদান করেন ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

বিদ্যা দ্বারা দেবযান ও কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ বর্ণন দ্বারা পাপীর চন্দ্রলোকে গতি অসম্ভব ॥ ১৮ ॥

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ১৯ ॥

তৃতীয়স্থানে শরীরলাভার্থ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই। কেননা, শ্রুতিতে ঐ প্রকারেই উপলব্ধি হয় ॥ ১৯ ॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ২০ ॥

লৌকিক দৃষ্টান্তও এইপ্রকার ॥ ২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

ঐ সমস্ত ভূতের অণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জ এই তিন প্রকার বীজ দেখা যায় ॥ ২১ ॥

---

* রৌরব, মহানু, বহ্নি বৈতরণী ও কুম্ভীপাক এই পাঁচটী অনিত্য নরক এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই দুইটী নিত্যনরক।

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২২ ॥

তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারা সংশোকজ (স্বেদজ) গৃহীত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২৩ ॥

স্বাভাব্যাপত্তি (সাদৃশ্যাপত্তি) সঙ্গত। কেননা, উহাই উপপন্ন হইতেছে ॥ ২৩ ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

আকাশাদি হইতে শীঘ্রই অবরোহণ হয়। কেননা, তদ্বিষয়ে বিশেষ উক্তি লক্ষিত হয় ॥ ২৪ ॥

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্যজীব কর্তৃক অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদি শরীরে স্বর্গচ্যুত জীবের পূর্ব্ববৎ সংশ্লেষমাত্র ও কর্ম্মের অভাব দৃষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৬ ॥

ব্রীহ্যাদিভাব শুদ্ধাশুদ্ধ-মিশ্রকর্ম্মকারী স্বর্গচ্যুত জীবের বিশুদ্ধকার্য্যের ফলভোগার্থ অপবিত্র জন্ম, এ কথা বলা অসঙ্গত ; কেননা, ইষ্টাদি কার্য্য মিশ্রকর্ম্ম নহে ; শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে ॥ ২৬ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৭ ॥

আরও কথিত আছে যে, ব্রীহ্যাদি ভাবপ্রাপ্তির পর রেতঃসিক্ পুরুষে সংযোগ হয় ॥ ২৬ ॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৮ ॥

অনুশয়ী জীব পিতৃদেহ হইতে মাতৃদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক মুখ্যশরীর প্রাপ্ত হয় ॥ ২৮ ॥

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

[illegible] রচিতশ্চ [illegible] পুরো,
সম্যক্ পরানন্দতনোর্বিতিষ্ঠতে।
[illegible]শ্চ বেদ[illegible] প্রতীক্ষ্যতে,
[illegible] পরেশস্য পুমান্‌ ন জগৎ ॥

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ১ ॥

বেদে স্বাপ্নিকী সৃষ্টি [illegible] বলিয়া নির্দিষ্ট ॥ ১ ॥

নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥

পরমাত্মাই স্বাপ্নিক কাম ও পুত্রাদির নির্ম্মাতা ॥ ২ ॥

মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বথা অনভিব্যক্তিরূপতাহেতু কেবল মায়াই উক্ত সৃষ্টির কারণ ॥ ৩ ॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥

উহা শুভাশুভসূচক বলিয়া এবং তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণের সদ্ভাব প্রযুক্ত স্বপ্ন বলিয়াই গ্রাহ্য ॥ ৪ ॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে স্বাপ্নিক রথাদির তিরোভাব হয়। কেবল পরমেশ্বরই জীবের বন্ধমোক্ষের নিয়ামক ॥ ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥

দেহযোগ বশতঃ জাগরও পরমেশ্বর কর্তৃক হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তদভাবো নাড়ীষু তৎ-শ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥

নাড়ী, ব্রহ্ম ও পুরীততে সুষুপ্তির সমুচ্চয়শ্রবণনিবন্ধন সমুচ্চয়ই বিচার্য্য। অতএব ব্রহ্ম হইতেই প্রবোধ হয় ॥ ৭-৮ ॥

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধি দ্বারা তাহারই উত্থান অবগত হওয়া যায় ॥ ৯ ॥

মুগ্ধেঽর্দ্ধসংপ্রাপ্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

মূর্চ্ছাবস্থায় জীবের ব্রহ্মলাভ অর্দ্ধমাত্র ॥ ১০ ॥

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥

পরমেশ্বরের স্থানভেদেও স্বরূপ ও রূপের ভেদ হয় না ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

বহুধাপ্রকাশের তাত্ত্বিকত্ব নিবন্ধন ভেদই স্বীকার্য্য ॥ ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

অন্যান্য অনেক বেদশাখাধ্যায়ীরা ঈশ্বরকে অমাত্র ও অনেকমাত্র বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম বিগ্রহযুক্ত নহেন, তিনি স্বয়ং বিগ্রহ। ঐ রূপই প্রধান ॥ ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাম্ ॥ ১৫ ॥

প্রকাশাত্মক রবির ন্যায় ব্রহ্মেরও বিগ্রহ অব্যর্থ ॥ ১৫ ॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রুতিতে বিগ্রহই পরমাত্মা বলিয়া কথিত, সুতরাং ঐ বিগ্রহ সত্য ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

শ্রুতি-স্মৃতিতে আত্মার বিগ্রহত্ব প্রদর্শিত হয় ॥ ১৭ ॥

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

জীব হইতে পরমাত্মা ভিন্ন, সুতরাং সূর্য্যকাদি শব্দদ্বারা পরমাত্মাসহ জীবের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ১৯ ॥

দূরবর্ত্তী সূর্য্য ও তদাভাসের আশ্রয়ীভূত জলের সহিত পরমাত্মার ও তদুপাধির সাম্য নাই বলিয়া জীব চিদাভাস নহে ॥ ১৯ ॥

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবের মুখ্যসাদৃশ্য নিরাকৃত হইলেও বৃদ্ধি-হ্রাসাদি সাধর্ম্ম্যনিবন্ধন গৌণ সাদৃশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে ॥ ২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

"দেবদত্ত সিংহ" ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনেও গৌণবৃত্তি দ্বারা শাস্ত্রসঙ্গতি বুঝিতে হয় ॥ ১২ ॥

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুতিতে একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মোত্তর বস্তুর নিষেধ করা হয় নাই। তবে কিঞ্চিৎ রূপ বর্ণনা পূর্ব্বক তাহার সীমার নিষেধ কথিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মপদার্থ অব্যক্ত (ব্যাপক) ॥ ২৩ ॥

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৪ ॥

সম্যক্ ভক্তিতে পরমেশ্বরের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণিত ॥ ২৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যাৎ ॥ ২৫ ॥

অগ্নির ন্যায় স্থূলতা ও সূক্ষ্মতারূপ বিশেষের অভাব হেতু ঈশ্বরকে অগ্নির ন্যায় সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত ও স্থূলরূপে দৃশ্য বলা যায় না ॥ ২৫ ॥

প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৬ ॥

পরমেশ্বরের ধ্যাননির্ম্মিত পূজাদিক্রিয়ার অভ্যাস হইতেই তদীয় প্রকাশ হয় ॥ ২৬ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গং ॥ ২৭ ॥

ভগবান্ অনন্ত হইলেও ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হইয়া ভক্তসমীপে স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥ ২৭ ॥

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও ব্রহ্ম অহিকুণ্ডলবৎ জ্ঞান ও আনন্দরূপ-ধর্ম্মবিশিষ্ট ॥ ২৮ ॥

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

তেজস্বরূপত্ব ও চৈতন্যস্বরূপত্ব নিবন্ধন প্রকাশাশ্রয়বৎ ব্রহ্মের স্বরূপের নির্ণয় করা হয় ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বকাল বলিলে যেমন একই কাল বস্তু অবচ্ছেদ্য ও অবচ্ছেদকরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইয়াও ধর্ম্মীরক্ষরূপে প্রতীত হয় ॥ ৩০ ॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩১ ॥

ভগবানে গুণ-গুণিভেদ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ॥ ৩১ ॥

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩২ ॥

সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদের বোধক শব্দ হইতে ব্রহ্মানন্দের পরত্ব প্রতি-পন্ন হয় ॥ ৩২ ॥

সামান্যাত্তু ॥ ৩৩ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৪ ॥

ঘটশব্দ দ্বারা যেমন নানাবিধ ঘট বুঝায়, সেইরূপ আনন্দাদি শব্দ আনন্দ-ত্বাদি জাতি পুরস্কারে লৌকিক ও অলৌকিকাদি আনন্দাদিকে বুঝাইলেও তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত সাদৃশ্য বোধিত হয় না। সুতরাং জীবজ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। এই উপদেশ সর্ব্বত্র ভগবদীয়জ্ঞানের নিমিত্ত বুঝিবে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৫ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্ম একরূপ হইলেও স্থান, ধাম ও ভক্তবিশেষে তাঁহার প্রকাশেরও তারতম্য হয়। এই প্রকারে কর্ম্ম অনুসারে ফলবোধক বাক্য উপপন্ন হইল॥৩৫-৩৬॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্ম হইতে পর ও অপর কেহ নাই, সুতরাং উপাস্য ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥৩৭॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্ মধ্যমাকৃতি হইলেও আয়াম শব্দাদি হইতে তদীয় সর্ব্বগতত্ব স্থির হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৪০ ॥

পরমেশ্বরই স্বর্গাদিরূপ যাগাদি-ফলপ্রদ। শ্রুতিই উহার প্রমাণ ॥ ৩৯-৪০॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪১ ॥

জৈমিনি বলেন, পরমেশ্বর হইতে ধর্ম্মের উদ্ভব ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪২ ॥

কর্ম্মের করণত্ব হেতু উপক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব ব্রহ্মই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। বাদরায়ণ ইহা বলিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ভাসয়ন্ স্বগুণান্ শুদ্ধান্ ভৃত্যস্য হৃদি মে প্রভুঃ।
দেবশ্চৈতন্যতম্মুর্ম্মনসি যথাসৌ পরিস্ফুরতু কৃষ্ণঃ ॥

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

সর্ব্ববেদনির্ণয়োৎপাদ্য জ্ঞানই ব্রহ্ম। কেন না, বিধিবাক্য সর্ব্বত্র একরূপ ॥১॥

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥

অর্থভেদ নিবন্ধন অধিকারভেদ অঙ্গীকার্য্য। কেন না, এক শাখাতেই ঐরূপ অর্থভেদ দৃষ্ট হয় ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ ৩ ॥

স্বাধ্যায়ের তথাত্বে ও সমাচারে অধিকার নিবন্ধন ঐ প্রকার মীমাংসা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৫ ॥

সবের ন্যায় ঐ নিয়ম বুঝিতে হয়। বেদেও ঐ প্রকার বাক্য দৃষ্ট হয় ॥৪-৫॥

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৬ ॥

অর্থের অভেদ নিবন্ধন উপাসনা সমান হইলেও বিধিশেষের ন্যায় উপসংহার কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৭ ॥

"আত্মারই আরাধনা করিবে" ইত্যাদি বাক্য হইতে উপসংহারের অন্যথাত্ব প্রতীত হয় না ॥ ৭ ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরো বরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৮ ॥

প্রকরণের ভেদ নিবন্ধন পরোবরীয়স্ত্ব প্রভৃতিবৎ একান্তভক্তের সর্ব্বগুণোপসংহার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮ ॥

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ৯ ॥

সংজ্ঞার ঐক্য নিবন্ধন সকলেরই সকল গুণের উপসংহার যুক্ত হউক, এই প্রকার আপত্তির উত্তর পূর্ব্বসূত্রে কথিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম বাল্যাদিধর্ম্মী হইয়াও ব্যাপক, অতএব সকলেরই সামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১১ ॥

যে হরি, তৎপরিকর অথবা তৎ-কর্ম্মাংশসমূহ পূর্ব্বকর্ম্মে বা পূর্ব্বকালে থাকেন, তাঁহারাই উত্তরকর্ম্মে বা উত্তরকালেও থাকেন। তাঁহাদের ভেদ নাই ॥ ১১ ॥

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১২ ॥

ভগবানের আনন্দাদিধর্ম্মের উপসংহার কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১৩ ॥

প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না। কেন না, আনন্দময় বিষ্ণুর পুরুষাকারত্ব হেতু তাঁহার পক্ষিত্ব অবাস্তবিক। অধিকন্তু উক্তবাক্যে মোদ ও প্রমোদ শব্দ দ্বারা আনন্দের উপচয় ও অপচয় প্রতীত হয় ॥ ১৩ ॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ১৪ ॥

ঐরূপ ব্যাখ্যার পর অন্যান্য বাক্য দ্বারা যে সকল ব্রহ্মধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাদেরও উপসংহার কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৫ ॥

যখন অন্য কোন প্রকার প্রয়োজন দেখা যায় না, তখন সম্যক্ অনুচিন্তনই উক্ত রূপকের উদ্দেশ্য ॥ ১৫ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥

আত্মা আনন্দময়। আত্মশব্দেই আনন্দময় ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৭ ॥

আত্মশব্দে বিভু চেতন পরমাত্মাই বোধিত হন। উত্তরবাক্যেও তাহাই বুঝা যাইতেছে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্ববাক্যে প্রাণময়াদি জড় ও অণু মন এবং চেতনজীবে আত্মশব্দের অন্বয়দর্শনে উত্তরবাক্যস্থ আত্মশব্দ দ্বারা বিভু চেতন নিশ্চিত হন না, ইহা বলাও অসঙ্গত। কেন না, আত্মশব্দ দ্বারা বিভু চেতন পরমাত্মাই নিশ্চিত হইতেছেন ॥ ১৮ ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৯ ॥

বাক্যের সমাধান পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বকথিত পূর্ণানন্দত্ব প্রভৃতি এবং তৎসদৃশ শেষোক্ত পিতৃত্বাদি সমস্ত ধর্ম্মই তত্তদুপাসক কর্তৃক চিন্তনীয় হইতেছে ॥ ১৯ ॥

সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ২০ ॥

ভগবদ্‌বিগ্রহের অন্তর্গত নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম পরস্পর বিলক্ষণরূপে প্রতীত হইলেও উহাদিগকে সমান ও অভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় ॥ ২০ ॥

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২১ ॥

ঐ সমস্ত আবেশাবতারে ভগবানের সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন ভগবদাদিষ্ট কুমারাদিতে সমস্ত তদ্ধর্ম্মের উপসংহার কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

ন বাবিশেষাৎ ॥ ২২ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ২৩ ॥

ভগবদাবেশ হইলেও জীবত্বলক্ষণ ধর্ম্মে জীবান্তরের সহিত কোন বিশেষ নাই। শ্রুত্যাদিতেও এইরূপ লিখিত আছে ॥ ২২-২৩ ॥

সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৪ ॥

জীবত্বহেতু সংভৃতি (পূর্ণতা) এবং দ্যুব্যাপ্তি (সর্ব্বব্যাপকতা) এই গুণদ্বয় ঐ আবেশাবতারে উপসংহার করা যায় না ॥ ২৪ ॥

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

পুরুষবিদ্যায় ঈশ্বর সম্বন্ধে যেমন সর্ব্বভূতোপাদানতা ও সর্ব্বনিয়ামকতাদি গুণ বর্ণিত হয়, অন্যের সম্বন্ধে তদ্রূপ হয় না ॥ ২৫ ॥

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬ ॥

জীবের কষ্টপ্রদ ভেদাদি গুণসমূহ উপাস্য হইতে পারে না ॥ ২৬ ॥

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তত্যুপগানবত্তদুক্তম্ ॥২৭॥

পাশহানি হইলে উপায়নশব্দশেষত্ব প্রযুক্ত কুশাচ্ছন্দস্তুতির উপগানবৎ শাস্ত্রপ্রাপ্য দেবধর্ম্মচিন্তন কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥ ২৮ ॥

ভগবানে প্রেম জন্মিলে পাশ দূর হয়; সে সময়ে রাগবশেই চিন্তন হইয়া থাকে। তত্ত্ব যাঁহাতে মিলিত হয়, তাঁহাকে সম্পরায় কহে; সুতরাং উহা দ্বারা ভগবান্‌কেই বুঝায়। ভগবদ্বিষয়ক প্রেম হইলেই তাহার নাম সাম্পরায় ॥ ২৮ ॥

চন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৯ ॥

ভগবানের ইচ্ছাবশে উভয়বিধ বিধানই হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩০ ॥

উভয় প্রকার ভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় ॥ ৩০॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩২ ॥

যে ভক্ত রুচিমার্গদ্বারা হরিভজন করে, সেই ভক্তই শ্রেষ্ঠ। কেন না, রুচিভক্তৈকরত্বলক্ষণ স্বয়ং পুরুষোত্তমই উক্ত ভক্তির গ্রাহ্য। তিনিই উক্ত ভক্তি দ্বারা উপলব্ধ হন। এ সম্বন্ধে লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে ॥ ৩১ ॥

অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাচ্ছব্দানুমানাভ্যাং ॥৩২ ॥

ধ্যানাদি অনুষ্ঠান দ্বারাই যে মুক্তি হইবে, এমন কোন্ নিয়ম নাই। কিন্তু প্রত্যেকেরই পৃথক্ সাধনতা দেখা যায়। কেন না, অপরাপর শ্রুতিস্মৃতির সহিত পূর্ব্বকথিত শ্রুতির অবিরোধই দৃষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলেই মুক্তি নিশ্চয়। কিন্তু অধিকারিদিগের অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থিতিও অনিবার্য্য ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ তদুক্তম্ ॥৩৪॥

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনী অস্থোল্যাদিবুদ্ধি ব্রহ্মারাধনাতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রুতিতে যে জ্ঞান হইতে মুক্তি কথিত আছে, তাহা অসাধারণভাবে গ্রহণ করিবে, সাধারণভাবে নহে ॥ ৩৪ ॥

ইয়দামননাৎ ॥ ৩৫ ॥

ভগবানের তাদৃশ বিগ্রহরূপত্বাদিধর্ম্ম অবশ্য চিন্তনীয় ॥ ৩৫ ॥

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বীয় ভক্তবৃন্দের দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠানভূত সংব্যোমপুর প্রাকৃত ভূতনিবাসবৎ প্রতীত হয় ॥ ৩৬ ॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৭ ॥

এইরূপ ব্রহ্ম ও তদধিষ্ঠানের ভেদস্বীকার না করিলে অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠানের ভেদোপপত্তি হয় না সত্য, কিন্তু তাহাতে দোষ নাই ॥ ৩৭ ॥

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতবরৎ ॥ ৩৮ ॥

পরমাত্মাই আত্মলোক এবং আত্মলোকই পরমাত্মা, শ্রুত্যাদি বাক্যে এইরূপ যে অভেদপ্রতীতি কথিত আছে, তদ্দ্বারাই ব্যতিহার সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩৮॥

সৈব হি সত্যাদায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতিতে যে পরমেশ্বরের পরা নাম্নী শক্তি শ্রুত হয়, তাহা হইতেই সত্যাদি বিশেষের প্রতীতি হয় ॥ ৩৯ ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

ঐ শ্রীরূপা শক্তি পরাশক্তি। তিনি প্রকৃতির অস্পৃষ্ট পরব্যোমে স্থিত। ভগবান্ যে সময়ে প্রপঞ্চে স্বধামের প্রকাশ করেন, সেই সময় তিনিও নাথের কামাদি-বিস্তারার্থ অনুগামিনী হন। সুতরাং ভগবান্ নিত্যশ্রীমান্ ॥ ৪০ ॥

আদরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥

পরমেশ্বরে ঐ শ্রীর আদর অবশ্যম্ভাবী হইলেও ভক্তির বিলোপের সম্ভব নাই ॥ ৪১ ॥

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪২ ॥

শক্তি ও তদাশ্রয়ে ভেদ নাই সত্য, কিন্তু শক্তির আশ্রয় পুরুষোত্তমস্বরূপে এবং শক্তি স্ত্রীরত্নস্বরূপে উপস্থিত হন বলিয়া পুরুষের স্বাত্মারামত্ব ও পূর্ত্ত্যাদির অনুগুণ কামাদির উদয় সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪২ ॥

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণরূপেই যে আরাধনা করিতে হইবে, এমন নিয়ম নাই। ত্রিশক্তি-সমন্বিত পরতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৪৩ ॥

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥

গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মলাভের কারণ যে সাধন প্রদান করেন, সেইরূপই তৎপ্রাপ্তিরূপ ফল হয় ॥ ৪৪ ॥

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৫ ॥

বেদে গুরুপ্রসাদই বলবান্ বলিয়া কথিত ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥ ৪৬ ॥

উক্ত অভেদভাব পূর্ব্বকথিত ভক্তিরই বিকল্প (প্রকারভেদ)। পরিচর্য্যা ও পূজাদি ক্রিয়া এবং মানস অনুস্মরণবৎ উক্ত ভাবনা ভক্তিরই প্রকারভেদ ॥৪৬ ॥

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

গুরুপ্রসাদ সহকৃত উপাসনা দ্বারাই যে মুক্তি লাভ হয়, ইহা শ্রুতিতে অনেকস্থলে লিখিত আছে ॥ ৪৭ ॥

বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৮ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যাই যে মোক্ষের কারণ, শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। উপনিষদাদিতেও উহা দৃষ্ট হয় ॥ ৪৮-৪৯ ॥

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৫০ ॥

"বিদ্যাই মোক্ষের কারণ" এই শাস্ত্র "কর্ম্মজ্ঞান মুক্তির কারণ" এই শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হয় না ॥ ৫০ ॥

অনুবন্ধাদিভ্যঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবন্ধ (মহদুপাসননির্ব্বন্ধ) দ্বারা তাহারও মোক্ষহেতুত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৫২ ॥

শাব্দী ও উপাসনা এই দ্বিবিধ প্রজ্ঞার ভেদ অনুসারে উপাসকেরও প্রাপ্য সাক্ষাৎকারের ভেদ হয় ॥ ৫২ ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকোপপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

সামান্য দর্শনে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। মৃত্যু হইলে যেমন মোক্ষ হয় না, সামান্যদর্শনেও তদ্রূপ ॥ ৫৩ ॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

বেদে বরণ শব্দ দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের তদেকপ্রাপ্যত্ব বোধিত হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু উহার তাৎপর্য্যই ভক্তিলভ্যত্ববোধনেই বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী বাক্যে এই প্রকারই উপদেশ আছে ॥ ৫৪ ॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৫ ॥

কেহ কেহ শরীরে আত্মরূপী বিষ্ণুর উপাসনা স্বীকার করেন; শরীরে বিষ্ণুর সত্তা আছে, তাঁহারা ইহাই বলেন ॥ ৫৫ ॥

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মবেত্তাগণের উপাস্যে স্বীয় উপাস্য হইতে অতিরিক্ত গুণেরও অস্তিত্বের বোধ হয়, তথাপি ধ্যানের অভাবহেতু প্রাপ্তিতে ধ্যাতাতিরিক্ত গুণোদয়ের অসম্ভব ॥ ৫৬ ॥

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৭ ॥

তত্তৎ-ঋত্বিকের সদাকর্ত্তব্য যজ্ঞাঙ্গে যজমান অধ্বর্য্যু প্রভৃতিকে বরণ করেন। তাঁহারা সকলকার্য্যে সুদক্ষ হইলেও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করেন, অন্য কর্ম্ম করিতে পারেন না ॥ ৫৭ ॥

মন্ত্রাদিবৎ বাবিরোধঃ ॥ ৫৮ ॥

তত্তদ্বিষয়ক ভক্তির প্রবর্ত্তনার্থই মন্ত্রবৎ তাদৃশ তৎসঙ্কল্প বোদ্ধব্য ॥ ৫৮ ॥

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বম্। তথা হি দর্শয়তি ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বত্রই বহুত্ব চিন্তনীয়। জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু যেমন আরম্ভ হইতে অবভৃথস্নান পর্য্যন্ত যজ্ঞত্বে শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের ভূমাগুণও সেইরূপ ॥ ৫৯ ॥

নানাশব্দাদিভেদাৎ ॥ ৬০ ॥

উপাসনা নানাবিধ। ভগবান্ নানা সংজ্ঞায় পূজিত হন ॥ ৬০ ॥

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

ফলের প্রভেদ না থাকা হেতু বিকল্পই অনুষ্ঠেয় ॥ ৬১ ॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬৩ ॥

যশ প্রভৃতি ফলার্থ উপাসনাকে কাম্য উপাসনা কহে। কামনা অনুসারে ফলভেদ হয়। কামনা না থাকিলে কোনটীরই অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই ॥৬২॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

যে অঙ্গ যে গুণের আশ্রয়, সেই অঙ্গে সেই গুণ চিন্তনীয় ॥ ৬৩ ॥

শিষ্টেশ্চ ॥ ৬৪ ॥

ঐ অঙ্গগুণ ধ্যান করিবার জন্য ব্রহ্মা শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন ॥৬৪॥

সমাহারাৎ ॥ ৬৫ ॥

একমাত্র গুণের বর্ণন দ্বারা অন্যগুণও উপসংহৃত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৬ ॥

ন বা তৎসহভাবশ্রুতেঃ ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মের সকল অঙ্গেই সকল গুণ চিন্তনীয়। যদি এ কথা বল, তাহার উত্তর এই যে, সকল অঙ্গে সকল গুণের চিন্তা করিতে হয় না। কেন না, যে অঙ্গে যে গুণের উল্লেখ আছে, সেই গুণ অন্য অঙ্গে নাই। বিশেষতঃ ভগবানের বদনাদিতেই মৃদুহাস্যাদির বর্ণন দৃষ্ট হয় ॥ ৬৬-৬৮ ॥

চতুর্থঃ পাদঃ।

ব্রহ্মাবেশান্যাস্তুতে সচ্ছমাদ্যৈ-
র্বৈরাগোদ্যদ্দিপ্তিসিংহাসনাঢ্যে।
ধর্ম্মপ্রাকারাঙ্কিতে সর্ব্বদাত্রী,
শ্রেষ্ঠা বিষ্ণোর্ভাতি বিদে শরীরম্ ॥

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ১ ॥

ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥১॥

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥

জৈমিনি বলেন, বিদ্যা কর্ম্মেরই শেষ; বিদ্যাতে যে ফল শ্রবণ করা যায়, তাহা কর্ম্মেরই ফল, সুতরাং ঐ ফলই পুরুষকারের ফল। পুরুষকার হইতে যখন সর্ব্ব ফলের উৎপত্তি, তখন ঐ ফলশ্রুতি পুরুষার্থবাদমাত্র ॥ ২ ॥

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

বিদ্বান্‌গণেরও কর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হয়, সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

উপনিষদে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই শ্রুত হয় ॥ ৪ ॥

সমন্বয়ারম্ভাৎ ॥ ৫ ॥

বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহিত্য ব্যতীত ফল দৃষ্ট হয় না; সুতরাং কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং বিদ্যা উহার অঙ্গ ॥ ৫ ॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৬ ॥

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞেরই ব্রহ্মরূপে বরণ বিহিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥

বিদ্বান্‌ব্যক্তি যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এরূপ নিয়মও আছে ॥ ৭ ॥

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

কর্ম্ম হইতে বিদ্যা অধিক, কর্ম্মসাধ্য বলিয়াই বিদ্যার প্রাধান্য, বাদরায়ণের এই মত ॥ ৮ ॥

তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বসম্বন্ধে যেমন প্রমাণ আছে, উহার কর্ম্মানঙ্গত্বসম্বন্ধেও তদ্রূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বপক্ষের পোষক শ্রুতি বিদ্যমান থাকিলেও ঐ শ্রুতি সর্ব্বত্রিকী নহে ॥ ১০ ॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥

বিদ্যাকর্ম্মের সমন্বয়ে ফলোৎপত্তিবিষয়ক প্রমাণে তদুভয়কৃত ফলের অংশ-বিচার কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥

এখানে ব্রহ্মবিৎ বলিতে বেদাধ্যয়নমাত্রনিষ্ঠ বুঝিবে ॥ ১২ ॥

নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে যেমন শ্রুতি দৃষ্ট হয়, কর্ম্মের ত্যাগসম্বন্ধেও সেইরূপ অবিশেষ শ্রুতি আছে ॥ ১৩ ॥

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ১৪ ॥

যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল স্তুতিমাত্র ॥ ১৪ ॥

কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥

স্মৃতিবাক্যানুসারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি লোকানুগ্রহফলক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার তাদৃশ ধর্ম্ম দ্বারা জায়মান গুণদোষের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই ॥ ১৫ ॥

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥

স্মৃতি জ্ঞানীর বিদ্যা দ্বারা কি সঞ্চিত কি প্রারব্ধ সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় প্রদর্শন করেন; সুতরাং বিদ্যার আতিশয্য ॥ ১৬ ॥

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ১৭ ॥

পরিনিষ্ঠিতগণের মধ্যে ঊর্দ্ধরেতা যতিদিগের বিদ্যোৎপত্তিতে যথেচ্ছাচারের কথা শাস্ত্রে কথিত আছে। সুতরাং বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য ॥ ১৭ ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥

জৈমিনি কহেন, নিয়মনিবন্ধন স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানই কামচার ॥ ১৮ ॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥

বাদরায়ণ বলেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি বিহিত কর্ম্মই যথেচ্ছ আচরণ করিবেন ॥ ১৯ ॥

বিধির্বা ধারণবৎ ॥ ২০ ॥

ত্রৈবর্ণিকের যেমন বেদধারণের বিধি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ক্রতূক্তবিধি পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানিগণের পক্ষেই বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

উক্তবাক্য বিধি নহে, উহা জ্ঞানিগণের স্তুতিমাত্র। ব্রহ্মানুভবী জ্ঞানীর পক্ষে উক্ত কামচার অপূর্ব্ববিধি ॥ ২১ ॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥

উপনিষদুক্ত বাক্যে অবধারক স্তুতি প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রুতিবাক্যে কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাই নিরূপিত হইয়াছে; ঐ সমস্ত শ্রুতি পারিপ্লবার্থ (অস্থিরার্থ) ॥ ২৩ ॥

তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

এই প্রকারে বেদান্তোপাখ্যান অস্থিরার্থ হইলে সন্নিহিত বিদ্যা সকলের সহিত একবাক্যরূপে উপনিবদ্ধ বলিয়া উহাদিগকে ঐ সমস্ত বিদ্যার প্রতিপত্তির উপযুক্ত বলাই সঙ্গত ॥ ২৪ ॥

অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥

বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদননিবন্ধন উহার ফলসম্বন্ধে যজ্ঞাদিক্রিয়ার অপেক্ষা হয় না ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

বিদ্যা ফলদানে নিরপেক্ষ হইলেও নিজের উৎপত্তিসম্বন্ধে যজ্ঞাদি সকল-ধর্ম্মেরই অপেক্ষা করেন। গমনে যেমন অশ্বাদির অপেক্ষা দৃষ্ট হয়, বিদ্যার নিষ্পত্তিতেও সেইরূপ ॥ ২৬ ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির বিদ্যাসম্ভব হইলেও শমদমাদির আবশ্যক। কেননা, উহাও বিদ্যার অঙ্গ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

উহা অনুজ্ঞা, বিধি নহে। কেননা, অন্নের অলাভে প্রাণাত্যয়স্থলে সর্ব্বান্ন-সেবনের অনুজ্ঞাসূচক বাক্য দেখা যায় ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥

আপৎকালে সর্ব্বান্নভোজন জ্ঞানীর পক্ষে দোষের হয় না। বিমলচিত্ত ব্যক্তির কোন কার্য্যেই বাধা নাই। স্মৃতিতেও ইহা উক্ত আছে ॥ ২৯·৩০ ॥

শব্দশ্চাতো কামচারে ॥ ৩১ ॥

আপৎকালে যখন সর্ব্বান্নভোজনের উপদেশ আছে, তখন অনাপৎকালে বিদ্বানের অকামচারেই প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥

বিহিতত্বাৎ চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাবর্দ্ধনার্থ বিদ্বানের পক্ষেও কর্ম্মের বিধান আছে। নৈষ্কর্ম্মেরও স্ববর্ণাশ্রমবিহিত অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ॥ ৩২ ॥

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

ঐ সমস্ত কর্ম্ম বিদ্যার সহকারীরূপেই অনুষ্ঠেয় ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥

স্বধর্ম্মানুরাগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিয়ত ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা পরিনিষ্ঠিতের কর্ত্তব্য। শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই এইরূপ উপদেশ আছে ॥ ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির ভগবৎকথাশ্রবণাদির অনুরোধে স্বাশ্রমধর্ম্মের অকরণ-জনিত যে দোষ হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার অভিভব হয় না ॥ ৩৫ ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

আশ্রমধর্ম্ম না থাকিলেও স্বতঃ বিরক্ত পুরুষগণের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্ম ও সত্যজপাদি দ্বারা পরিশুদ্ধতা হেতু বিদ্যার উদয় হয় ॥ ৩৬ ॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

স্মৃতিতেও এইরূপ উপদেশ আছে ॥ ৩৭ ॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ভগবদ্ভক্তিতেও নিরপেক্ষ অধিকারীর সাধুসঙ্গে ভগবৎ-করুণা ও বিদ্যালাভ প্রকাশিত আছে ॥ ২৮ ॥

অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

নিরাশ্রমধর্ম্মই বিদ্যার শ্রেষ্ঠসাধন। অনাদিপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট জীবের প্রবৃত্তি-সঙ্কোচার্থ আশ্রমের বিধান হইয়াছে। যাঁহাদের প্রবৃত্তির ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহাদের আশ্রমে কোন ফল দৃষ্ট হয় না ॥ ৩৯ ॥

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

যে ব্যক্তি প্রকৃত নিরপেক্ষনিরাশ্রমাধিকারী, তাঁহার কুত্রাপি অপেক্ষা নাই, অতএব ভগবানে যে রতি, তাহার বিক্ষেপেরও সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। নিয়ম, তদ্রূপতা ও অভাব এই তিনটী ঐ প্রচ্যুতির অস্বীকারের কারণ ॥ ৪০ ॥

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥ ৪১ ॥

পতনের সম্ভাবনা হেতু নিরপেক্ষ অধিকারিগণের ইন্দ্রাদি পদে অভিলাষ থাকে না ॥ ৪১ ॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তং ॥ ৪২ ॥

স্বনিষ্ঠের প্রারব্ধ ও স্বর্গাদিভোগে উপযুক্ত পুণ্যাংশের ভোগ কথিত হইয়াছে। কিন্তু নিরপেক্ষের ব্রহ্মসুখ ভিন্ন অন্য ভোগ নাই ॥ ৪২ ॥

বহিস্তূভয়থা স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

নিরপেক্ষ ভক্তগণ প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও তাহার বহির্ভাগেই অবস্থান করিতেছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৪৩ ॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ভগবান্ স্বয়ং কর্ত্তা, ইত্যাদি উপনিষদের ফলশ্রুতি দর্শনে সর্ব্বেশ্বর হইতে ভক্তদিগের শরীরযাত্রা নিষ্পন্ন হয়। আত্রেয় ঋষি ইহা বলেন ॥ ৪৪ ॥

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥

নিরপেক্ষ ভক্তের ভরণ ঋত্বিকের কর্ম্মবৎ। বিভু ভক্তক্রীত হইয়া ভক্তের শরীরযাত্রা নিষ্পাদন করেন। ঔড়ুলোমি ঋষির এই মত ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥

ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক আচরিতকর্ম্মফল যজমানগামী, ইহা শ্রুতিতেও কথিত আছে ॥ ৪৬ ॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥

শম প্রভৃতি সহকারীসাধন। অপূর্ব্বত্ব প্রযুক্ত সাশ্রমের পক্ষেই তাহাদের বিধি গ্রাহ্য ॥ ৪৭ ॥

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥

গৃহস্থের ধর্ম্মে সমস্ত ভাব আছে বলিয়াই ঐ প্রকার উপসংহার করা হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥

"মুনিব্রতবৎ" এই প্রকার উক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করত ঐ স্থানেই তিনটী ধর্ম্মস্কন্ধ উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান প্রথম; তপ দ্বিতীয় এবং ব্রহ্মচর্য্য তৃতীয় ॥ ৪৯ ॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥

বিদ্যা গুহ্যরূপে উপদেশ্য, উহা সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবে না, কেমনা, শ্রুতিতে এই প্রকার উপদেশ আছে ॥ ৫০ ॥

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥

প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা জন্মে। বেদে এইরূপ কথিত আছে ॥ ৫১ ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৫২ ॥

বিদ্যাসাধনবিশিষ্ট মুমুক্ষুজনের বিদ্যালক্ষণ ফলের উদ্ভব যেমন ইহ বা পর জন্মে এমন কোন নিয়ম নাই, সেইরূপ প্রারব্ধক্ষয়েই মোক্ষ হয়, তৎসম্বন্ধে দেহ-পতনের বা অপতনের কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না ॥ ৫২ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

দত্বা বিরোধবিৎ ভক্তান্ নিরবদ্যান্ করোতি যঃ।
দৃক্‌পথং ভজতু শ্রীমান্ প্রীতাত্মা স হরিঃ স্বয়ং ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥

এই অধ্যায়ে বিদ্যার ফলের বিচার হইবে।—শ্রবণাদির বারম্বার আবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে ॥ ১ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

এস্থানে মহাজনের আচরণরূপ লিঙ্গও দৃষ্ট হয় ॥ ২ ॥

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৩ ॥

যদি বল যে, শ্রুতিতে ঈশ্বরবুদ্ধিতেই উপাসনার বিধান আছে, সুতরাং তদ্বুদ্ধিতেই উপাসনা হউক্। ইহার উত্তর.—সেই ঈশ্বরের আত্মবুদ্ধিতেই উপাসনা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥

মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করা অযুক্ত; কেননা, ইন্দ্রিয় আত্মা বা ঈশ্বর হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টিবৎ ব্রহ্মদৃষ্টির নিত্য কর্ত্তব্যতা আছে; কেননা, ঈশ্বর অনন্ত-কল্যাণগুণসম্পন্ন পদার্থ ॥ ৫ ॥

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

ভগবানের নেত্রাদি অঙ্গের সূর্য্যাদিজনকত্বও চিন্তনীয়। কেননা, ঐ প্রকার চিন্তাতে উৎকর্ষসিদ্ধি হয় ॥ ৭ ॥

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

স্মরণেও আসনের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। কেননা, আসন ব্যতীত চিত্তৈকাগ্রতা অসম্ভব ॥ ৭ ॥

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

ধ্যানেরও আবশ্যক। কৃতাসন হইয়াই ধ্যান করিবে ॥ ৮ ॥

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

অচঞ্চল হইয়া আসনে আসীন হইবে ॥৯ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত আছে ॥ ১০ ॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

যেরূপ স্থলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেইরূপ স্থানই উপাসনার যোগ্য। এ সম্বন্ধে স্থানাদির আর কোন বিশেষ নিয়ম নাই ॥ ১১

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টং ॥ ১২ ॥

মোক্ষ পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে ক্রিয়মাণপাতকের অশ্লেষ ও সঞ্চিতপাতকের ক্ষয়স্বীকার করিতে হয় ॥ ১৩ ॥

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৪ ॥

পাতকের ন্যায় পুণ্যেরও বিদ্যা দ্বারা অশ্লেষ ও ক্ষয় বুঝিতে হইবে ॥১৪॥

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জিত পাপপুণ্য দুই প্রকার;—আরব্ধফল ও অনারব্ধফল। বিদ্যা দ্বারা ঐ উভয়ের ক্ষয় হয়। আরব্ধকার্য্যের নাশ হয় না। কেননা, ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রারব্ধনাশের অবধিরূপে কথিত ॥ ১৫ ॥

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যার উদয়ের অগ্রে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিদ্যারূপ ফল উৎপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হয় ॥ ১৬ ॥

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মৈকরত কোন কোন পরমাতুর নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ বিনাই প্রারব্ধ পুণ্যপাপ উভয়েরই লয় হয় ॥ ১৭ ॥

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৮ ॥

বিদ্যা স্বতন্ত্রা, প্রারব্ধরক্ষণরূপ বিধি কর্তৃক বিদ্যা বশীভূত হয় না। বিদ্যা দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা অতিবীর্য্যসম্পন্ন ॥ ১৮ ॥

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥ ১৯ ॥

তাদৃশ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্ষয়সাধন পূর্ব্বক পার্ষদ দেহ লাভ করিয়া নিখিল কাম ভোগ করেন ॥ ১৯ ॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

মন্ত্রাদয়স্তু পরাভূতাঃ পরা ভূতাদয়ো যতঃ।
নশ্যন্তি স্থলসত্ত্বস্থঃ স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

বাঙ্ মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

বিদ্বান্‌গণের শরীর হইতে উৎক্রমণের প্রকার বিচার হইতেছে।—যদি বল যে, বাক্য বৃত্তি দ্বারা মনে সম্পন্ন হয় কিম্বা স্বরূপেই হইয়া থাকে? ইহার উত্তর এই যে, বাগাদি স্বরূপতই মনে নিষ্পন্ন হয়। কেননা, বাগাদির উপরতি হইলেই মনের প্রবৃত্তি দেখা যায় ॥ ১ ॥

অতএব সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥

মনেই বাক্যের বিলয় হয়, অগ্নিতে হয় না, সুতরাং বাক্‌সম্পত্তির পরেই শ্রোত্রাদিরও বিলয় স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ মন প্রাণেই সম্পন্ন হয় ॥ ৩ ॥

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

দেহেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা জীবেই প্রাণ সম্পন্ন হয় ॥ ৪ ॥

ভূতেষু তৎশ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

একমাত্র তেজ ভিন্ন জীব অবশিষ্ট ভূতসমূহেই মিলিত হয় ॥ ৫ ॥

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ ৬ ॥

জীবের কেবল তেজেই সম্পত্তি স্বীকার করা যায় না। কেননা, প্রশ্ন ও তদুত্তরে জীবের পঞ্চভূতেই সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬ ॥

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥

নাড়ীপ্রবেশের অগ্রে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়েরই উৎক্রান্তি তুল্য। নাড়ীপ্রবেশ-সময়েই ভেদ দৃষ্ট হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি একশত নাড়ী দ্বারা গমন করে, কিন্তু বিজ্ঞ একশতের অধিক একটী ঊর্দ্ধগত মূর্দ্ধণ্যনাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

যাঁহার দেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হয় নাই, তাদৃশ বিজ্ঞের পাপনাশিত্বভাবই তদীয় অমৃতত্ব। কেননা, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই দেহসম্বন্ধলক্ষণ সংসার কথিত হয় ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মপ্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥

বিদ্বানের দেহসম্বন্ধ এই ব্রহ্মাণ্ডে দগ্ধ হয় না। কেননা, স্বর্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যে কোন লোকেই গতি হউক, সূক্ষ্মদেহ অনুবর্ত্তন করে ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥

শরীরসম্বন্ধ থাকিতেই বিদ্বান্ ব্যক্তির পাপরহিত্য সম্পন্ন হয় ॥ ১০ ॥

অস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা ॥ ১১ ॥

মৃত্যুর অগ্রে স্পর্শদ্বারা স্থূলশরীরে যে উষ্ণত্ব উপলব্ধি হয়, তাহা সূক্ষ্ম-শরীরেরই বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ১২ ॥

শ্রুতিতে প্রাণের আপাততঃ উৎক্রমণের নিষেধ শ্রবণে বিদ্বানের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, এ কথা বলা অসঙ্গত। কেননা, ঐ নিষেধ জীব হইতে বুঝিতে হইবে, দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণের নিষেধ নহে ॥ ১২ ॥

স্পষ্টো হ্যেকেষাং ॥ ১৩ ॥

স্মর্য্যতে ॥ ১৪ ॥

শ্রুতির একটী শাখাতে যখন শারীর জীব হইতে প্রাণের উৎক্রমণ সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধ আছে, তখন প্রাণের জীবানুগামিতা পক্ষে আর বিরোধ নাই। স্মৃতিতেও ঐরূপ লিখিত আছে ॥ ১৩-১৪ ॥

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৫ ॥

বাগাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম, প্রাণ ও ভূতসমূহ সর্ব্বাত্মভূত পরব্রহ্মেই সম্পন্ন হয় ॥ ১৫ ॥

অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা সহ প্রাণাদির অবিভাগ সিদ্ধ ॥ ১৬ ॥

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

বিদ্বান ব্যক্তি শতনাড়ীর ঊর্দ্ধ রবিরশ্মিসহ একীভূত সুষুম্না দ্বারা গমন করেন। ঐ নাড়ীর সূক্ষ্মতা হেতু বিদ্বানেরও তদ্বিবেচন অসম্ভব, এ কথা বলা অযুক্ত। কেননা, তাঁহারা বিদ্যাশক্তির দ্বারা ভগবদনুগ্রহেই উক্ত নাড়ী দর্শন করেন ॥ ১৭ ॥

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥

বিদ্বানের গতি রশ্ম্যনুসারে হয় ॥ ১৮ ॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥ ১৯ ॥

রজনীযোগে মৃত্যু হইলে সূর্য্যরশ্মির অভাব প্রযুক্ত রশ্ম্যনুসারিত্ব ঘটে না, এ যুক্তিও সঙ্গত নহে। কেননা, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ রবিরশ্মিরও সম্বন্ধ আছে ॥ ১৯ ॥

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দক্ষিণায়নে মরিলে জ্ঞানীর বিদ্যাফললাভ হয় কি না? ইহার উত্তর এই যে, যখনই মৃত্যু হউক, বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ২০ ॥

যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ২১ ॥

স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, বিদ্বানের পক্ষে কালনিয়ম নাই। যখনই হউক, বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ২১ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

যঃ স্বপ্রাপ্তিপথং দেবঃ সেবনাভাসতোঽদিশৎ।
প্রাপ্যঞ্চ স্বপদং প্রেয়ান্ স মামসৌ শ্যামসুন্দরঃ॥

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মলোকগমনের পথ এবং প্রাপ্যব্রহ্মস্বরূপনিরূপণার্থ এই পাদ বর্ণিত

হইতেছে।—বিদ্বান্‌মাত্রেই প্রথমে অর্চ্চিরাদির পথ আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত হন॥ ১॥

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ॥ ২ ॥

পূর্ব্বকথিত অর্চ্চিরাদি বাক্যে সম্বর্ষের পরে আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুশব্দ নিবিষ্ট হয়॥ ২॥

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

চন্দ্রমার পর যে তড়িৎ উক্ত হইয়াছে,উহার পর বরুণশব্দ নিবিষ্ট হইতেছে। কেননা, তড়িৎ ও বরুণের পরস্পর সম্বন্ধ আছে॥ ৩॥

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

আতিবাহিককর্ম্মে ভগবান্ স্বীয় ভজনকারিদিগের আনয়নার্থ অর্চ্চিরাদি দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। উহারা লিঙ্গ (চিহ্ন) বা ব্যক্তি নহে॥৪॥

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥

চিহ্ন ও ব্যক্তি এই উভয়পক্ষেরই অসিদ্ধি প্রযুক্ত ঐ প্রকার স্বীকার্য্য॥ ৫॥

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তং শ্রুতেঃ॥ ৬॥

প্রভুর পার্ষদগণ তড়িৎ-স্থান পর্য্যন্ত আগমন পূর্ব্বক ভজনকারিগণকে ব্রহ্ম-লোকে লইয়া যান। কেননা, শ্রুতিতে তড়িৎ পর্য্যন্ত আগমনই কথিত আছে॥ ৬॥

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

বাদরি ঋষি বলেন, ব্রহ্মপুরে গমন বলিতে চতুরানন ব্রহ্মার লোক বুঝিতে হইবে। কেননা, অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মধামে গমন অসম্ভব॥ ৭॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

বিশেষতঃ উপনিষদেও ঐরূপ কথিত আছে॥ ৮॥

সামীপ্যাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মলোকগত ব্যক্তির যে অপুনরাবৃত্তির কথা দেখা যায়, তাহা সামীপ্যাভি-প্রায়েই বুঝিতে হইবে॥ ৯॥

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥ ১০ ॥

স্মৃতেশ্চ॥ ১১ ॥

চতুরানন ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত প্রলয়ে মগ্ন হইলে ঐ পুরুষসকল ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মধামে গমন করেন। স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত আছে॥ ১০।১১॥

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

পরব্রহ্মেই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যব্যুৎপত্তি নিবন্ধন ব্রহ্মলোকগমন বলিতে পর-ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে; জৈমিনি ইহা বলেন। শাস্ত্রেও অনেক স্থলে এই রূপ বর্ণিত আছে ॥ ১২-১৩ ॥

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মব্রহ্মবিষয়ে বিদ্বানের ইচ্ছা বা জ্ঞান থাকে না। কেন না, উহা পুরুষার্থ নহে ॥ ১৪ ॥

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎ-ক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

নামাদির উপাসনাকারী প্রতীকাশ্রয় পুরুষ এবং সনিষ্ঠাদি অপ্রতীকাশ্রয় ব্রহ্মোপাসক উভয়েই ভগবানের পদে নীত হইয়া থাকেন। এই মতে কর্ম্মো-পাসক ও পরোপাসকের গতিভেদ অস্বীকার্য্য। কেননা, দুই মতেই বিরোধ দেখা যায় ॥ ১৫ ॥

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মজ্ঞগণের আতিবাহিক দেবতাদিগের সহিত যে পরমপদলাভ কথিত হইয়াছে, উহা সামান্যত বুঝিতে হইবে। যাঁহারা নিরপেক্ষ ভক্ত অথচ ভগবদ্বিরহে ব্যাকুল, তাঁহাদের স্বপদলাভের বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং প্রভুই তাঁহাদিগকে নিজপদে লইয়া যান, ইহাই বিশেষ নিয়ম ॥ ১৬ ॥

চতুর্থঃ পাদঃ।

অকৈতবে ভক্তিসবেঽনুরজ্যন্,
স্বমেব যঃ সেবকসাৎ করোতি।
ততোঽতিমোদং মুদিতঃ স দেবঃ,
সদা চিদানন্দতনুর্ধিনোতু ॥

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ॥ ১ ॥

এই পাদে মুক্তব্যক্তিদিগের স্বরূপনিরূপণ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যভোগাদি নিরূপিত হইতেছে।—জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন ভক্তিযোগে পরজ্যোতিঃস্বরূপত্বপ্রাপ্ত জীবের কর্ম্মবন্ধনবিনির্মুক্ত গুণাষ্টকযুক্ত স্বরূপোদয়লক্ষণ অবস্থানভেদের নাম স্বরূপ-বির্ভাব। কারণ, স্বেন শব্দের প্রয়োগ আছে ॥ ১ ॥

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

স্বরূপাভিনিষ্পন্ন জীবই মুক্ত বলিয়া কথিত; কেননা, প্রজাপতির বাক্যে প্রতিজ্ঞার দ্বারা জীবের মুক্তাবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বকথিত জ্যোতিঃশব্দে আত্মাই বুঝাইতেছে ॥ ৩ ॥

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

তদ্রূপসম্পন্ন জীব অবিভাগে তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। বেদে এই প্রকারই বর্ণিত আছে ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মসম্পন্ন জীব পাপরাহিত্যাদি ও সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত গুণে অলঙ্কৃত হইয়াই প্রকাশিত হন। কেননা, ঈশ্বরের গুণসমূহ মুক্তজীবে উপন্যস্ত হয়। জৈমিনির মত এইরূপ ॥ ৫ ॥

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মচিন্তন দ্বারা অবিদ্যারহিত জীব চিদ্রূপ ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া চিন্মাত্রস্বরূপেই প্রকাশ প্রাপ্ত হন। ইহাই ঔড়ুলোমির মত ॥ ৬ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

বাদরায়ণ বলেন, পূর্ব্বকথিতরূপে জীবের চিন্মাত্রস্বরূপতা নির্দ্দিষ্ট হইলেও তদীয় সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণাষ্টকসম্পন্নত্ব সম্বন্ধে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না ॥ ৭ ॥

সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

মুক্তজীবের সঙ্কল্পমাত্রই স্বীকার্য্য। শ্রুতিই ইহার প্রমাণ ॥ ৮ ॥

অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রযুক্ত মুক্তপুরুষ অনন্যাধিপতি ও বিধিনিষেধের অযোগ্য ॥ ৯ ॥

অভাবে বাদরিরাহ হ্যেবং ॥ ১০ ॥

বিগ্রহাদি অদৃষ্টোপন্ন; মুক্তপুরুষের বিগ্রহাদি নাই; কেননা, তখন অদৃষ্টের অভাব ছিল। বাদরি ঋষি এইরূপ বলেন ॥ ১০ ॥

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ ১১ ॥

অবিগ্রহের বহুত্ব অসিদ্ধ; সুতরাং মুক্তপুরুষের বিগ্রহ আছে; জৈমিনির মত এই ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ১২ ॥

সত্যসঙ্কল্পত্ব নিবন্ধন অবিগ্রহত্ব ও সবিগ্রহত্ব এই দুইপ্রকার স্বরূপত্বই বাদরায়ণের অভিমত ॥ ১২ ॥

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

বিগ্রহ না থাকিলে ভোগ অসম্ভব ॥ ১৩ ॥

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

সবিগ্রহ মুক্তপুরুষের ভোগ জাগ্রদবস্থাবৎ স্থূল ॥ ১৪ ॥

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

প্রদীপ যেমন প্রভা দ্বারা অনেকস্থান আলোকিত করে, সেইরূপ মুক্তজীবের ঈশ্বরপ্রসূত-প্রজ্ঞা দ্বারা বহু অর্থে আবেশ হয় ॥ ১৫ ॥

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যমাবিষ্কৃতং হি ॥ ১৬ ॥

শ্রুতিতে সুষুপ্তি ও উৎক্রমণসময়েই জীবের বিশেষজ্ঞান নিষেধ উক্ত হইয়াছে; মুক্তাবস্থাসম্বন্ধে কিছু কথিত হয় নাই ॥ ১৬ ॥

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রুতিসমূহের প্রকরণ ও অর্থবিচার দ্বারা বোধ হয় যে, নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টিস্থিতিনিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার ব্রহ্মের কার্য্য; উহা ভিন্ন অন্যান্য সকল কর্ম্মেই মুক্তজীবের সামর্থ্য বিদ্যমান ॥ ১৭ ॥

প্রত্যক্ষোপদেশান্নিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥১৮॥

শ্রুতিতে মুক্তজীবের জগদ্ব্যাপার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তদীয় জগৎব্যাপারত্যাগ অযুক্ত, এ কথা অসঙ্গত। কেন না, চতুরাননাদি-আধিকারিকমণ্ডলরূপ লোকসকল ও সেই সেই লোকগত ভোগ ঈশ্বরকৃপাতেই মুক্তজীবের সিদ্ধ হয় ॥ ১৮ ॥

বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ ॥ ১৯ ॥

মুক্তপুরুষে প্রপঞ্চান্তর্গত জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, পরিণাম ও নাশ এই ষড়্বিধ বিকার নাই ॥ ১৯ ॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥

জীব তদ্রূপ হইলেও স্বীয় অণুত্ব নিবন্ধন স্বয়ং অনন্তানন্দ হইতে পারেন না, কিন্তু ব্রহ্ম দ্বারা তদীয় অমিত আনন্দপ্রাপ্তি শ্রুতি-স্মৃতিতে বর্ণিত আছে ॥ ২০ ॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১ ॥

কেবলমাত্র ভোগবিষয়েই জীবের ভগবৎসাদৃশ্য প্রদর্শিত হয় ॥ ২১ ॥

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥ ২২ ॥

ঈশ্বরের আরাধনা এবং ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান এই উভয় দ্বারা তল্লোকগত জীবের তথা হইতে পুনরাগতি নাই ॥ ২২ ॥

সমুদ্ধৃত্য যো দুঃখপঙ্কাৎ স্বভক্তান্,
নয়ত্যচ্যুতস্তিংসুখে ধাম্নি নিত্যে।
প্রিয়ান্ গাঢ়রাগাৎ তিলার্দ্ধং বিমোক্তুং,
ন চেচ্ছত্যসাবেব শুক্লৈর্নিষেব্যঃ ॥

সম্পূর্ণম্ ।